www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী
আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
পুঁজিবাজার
পাঠশালা
অভিব্যক্তি

সংখ্যা ২৮ | পৌষ ১৪২৯ ডিসেম্বর ২০২২ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাজার এবং আইসিবি

একটি দেশের টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয় সে দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনগণের সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাজার এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে অধিক সংখ্যক জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা সম্ভব। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে দেশী বা প্রবাসীদের সঞ্চয়কে দেশের সম্ভাবনাময় খাতে বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে সমাদৃত পুঁজিবাজার যা বিনিয়োগকারীগণের বিকল্প আয়ের উৎস হিসেবেও বিবেচিত। বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন, সঞ্চয় সংগ্রহ এবং প্রাসঙ্গিক সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের ম্যান্ডেট নিয়ে গঠিত বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) বিগত ৪৬ বছর যাবৎ দেশের পুঁজিবাজারে সাফল্যের সাথে লাভজনকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আইসিবি প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন হতে ইনভেস্টরস্ স্কিম চালুর মাধ্যমে দেশের জনগণকে সর্বপ্রথম পুঁজিবাজারের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে আইসিবি কর্তৃক মিউচ্যুয়াল ফান্ড ধারণার প্রবর্তন একটি মাইলফলক উদ্যোগ, যার ফলস্বরূপ ১৯৮০ ও ১৯৮১ সালে যথাক্রমে ১ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও আইসিবি ইউনিট ফান্ড বাজারজাতকরণের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারণার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আইসিবি সৃষ্ট ইনভেস্টরস্ স্কিম, মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড-এর কার্যক্রম স্বীকৃত নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ মাধ্যম/ইন্সট্রুমেন্ট হিসেবে দেশব্যাপী সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে আইসিবি এ পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে জ্বালানী, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বস্ত্র ও পাট, স্বাস্থ্য, সেবা খাতসহ অন্যান্য খাতে বহু সফল প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফলশ্রুতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে আইসিবি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বিগত পাঁচ বছরের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এবং তদনুযায়ী পুঁজিবাজারের বাজার মূলধন ও জিডিপির অনুপাত লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সফলভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছে। এক্ষেত্রে আরও অবদান রাখার লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি এবং আমরা আশাবাদী। উল্লেখ্য, বিগত পাঁচ বছরের পর্যালোচনায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে প্রতিবছর যে পরিমাণ লেনদেন সংঘটিত হয়েছে তার প্রায় ৯ শতাংশ লেনদেন বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান আইসিবির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যা অর্থনীতির গতিকে বেগবান করার ক্ষেত্রে কার্যকর প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করা, সিকিউরিটিজের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় করা, সরকার মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সিকিউরিটিজ পুঁজিবাজারে অফলোড করা, সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা, ইনভেস্টরস্ স্কিমে ক্ষতিগ্রস্ত বিনিয়োগকারীগণকে সুদ মওকুফ সুবিধা প্রদান, রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে মূল পুঁজিবাজারে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীগণের আস্থা ফিরিয়ে আনা অন্যতম। এছাড়া, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার আওতায় আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধিমালা প্রণয়নে আইসিবি মতামত প্রদান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। ফলে পুঁজিবাজারে বিভিন্ন ধরণের কারসাজি রোধ করাসহ পুঁজিবাজারের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ সম্ভবপর হচ্ছে।

www.icb.gov.bd
আইসিবি পরিক্রমা

উপদেষ্টা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান
চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস এনডিসি
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

ডঃ মোঃ কবির আহাম্মদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ হাবিবুর রহমান গাজী
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আফজাল করিম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ মুরশেদুল কবীর
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আব্দুছ ছালাম আজাদ (এইচএফএফ)
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ বেলাল হোসেন
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

মোঃ আবুল হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী

এ.টি.এম.আহমেদুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মাহমুদা আক্তার
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ মফিজুর রহমান
মহাব্যবস্থাপক

মোঃ তালেব হোসেন
মহাব্যবস্থাপক

রাজী উদ্দিন আহমেদ
মহাব্যবস্থাপক

মাজেদা খাতুন
মহাব্যবস্থাপক

সুলতান আহমেদ
উপ-মহাব্যবস্থাপক

আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়:

প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০।

ওয়েবসাইট: **www.icb.gov.bd** ই-মেইল: **info@icb.gov.bd, icb@agni.com**

সূ | চি

সম্পাদকীয় ০৩-০৪

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ০৫-০৮

- মেট্রোরেল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী ০৫
- কর্ণফুলী টানেলের প্রথম টিউবের উদ্বোধন ০৫
- ২৭তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন: জলবায়ু অভিযোজন তহবিলে ৩০ মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে বাংলাদেশ ০৫
- IOSCO এর Asia Pacific Regional Committee (APRC) এর ভাইস চেয়ার পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিএসইসি-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম ০৬
- ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা-২০২২ ০৭
- স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার-২০২১ পেল আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড ০৭
- 22nd ICAB National Award & SAFA Best Presented Annual Report Award ০৮

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ০৯

পুঁজিবাজার ১০-১১

- এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার ১০
- বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি (ডিএসই এবং সিএসই) ১০
- লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি (ডিএসই এবং সিএসই) ১১
- সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি ১১
- তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ ১১
- বিশ্বের প্রধান প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সূচক ১১

আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড ১২-২৬

- মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ১২
- শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন ১৩
- আইসিবির শাখাসমূহ কর্তৃক শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন এর স্থিরচিত্র ১৪
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত ১৫
- আইসিবির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার স্থিরচিত্রসমূহ ১৬
- আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের বার্ষিক সাধারণ সভার স্থিরচিত্রসমূহ ১৭
- ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন ১৮
- আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক এবং আপ্যায়ন অনুষ্ঠান-২০২২ অনুষ্ঠিত ১৮
- আইসিবি কর্মকর্তা সমিতির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ ১৯
- আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি)-এর ১০৩তম সভা অনুষ্ঠিত ২০
- প্রধান কার্যালয়ে কিয়স্ক (KIOSK) মেশিন-এর উদ্বোধন ২০
- একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৬তম বৈঠক অনুষ্ঠিত ২১
- বেক্সিমকো গ্রীন-সুকুক কর্তৃক অর্থায়িত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন ২১
- আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল ২২
- আইসিবির শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ ২২
- যোগদান ২৩
- পদোন্নতি ২৪
- অবসর গ্রহণ ২৪
- প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ২৬

পাঠশালা ২৭-২৮

- Derivatives ২৭

অভিব্যক্তি ২৯-৩৮

- বঙ্গবন্ধুর কিছু অজানা তথ্য ২৯
- ছেলেবেলায় ছেলে ধরার খপ্পরে ৩১
- বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সম্ভাবনা ৩৩
- জিপিএ ফাইভ নয় তোমার ভেতরের আলোই মানচিত্রের জন্য ভালো ৩৫
- স্বাধীনতার মানে ৩৭
- বিজয় চির অম্লান ৩৭
- মেঘ ভাসে ৩৮
- সংশয় ৩৮
- Credit Rating of ICB by National credit Ratings Ltd. ৩৯

সম্পাদকীয়

বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স, আইসিটি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রমোশন এবং কানেকটিভিটির উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়িত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। নাগরিকগণ দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ থেকে শুরু করে শিক্ষা, অফিস-আদালত, ব্যাংক, সভা-সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কেনাকাটা ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারছেন। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির আধুনিক ও যুগোপযোগী ব্যবহারের মাধ্যমে করোনা বিষয়ক তথ্যসেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জরুরি সহায়তা প্রদানসহ দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে জরুরি খাদ্য সহায়তা পৌছানো সম্ভব হয়েছে। প্রযুক্তির এই সহজলভ্যতার কারণে সকল ধরনের বিল ও আর্থিক লেনদেন ঘরে বসেই অনলাইনের মাধ্যমে করা সম্ভব হচ্ছে। করোনা অতিমারির সংকটকালীন মুহূর্তেও ঘরে বসে অনলাইনে নাগরিকগণ প্রায় সকল ধরনের সেবা পেয়েছেন, যা ডিজিটাল বাংলাদেশরই সুফল। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দিতে বর্তমানে সারা দেশে প্রায় ৮ হাজার ৮০০ ডিজিটাল সেন্টারে ১৬ হাজারের বেশি উদ্যোক্তা কাজ করছেন। বর্তমানে এসব ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৭০ লাখেরও বেশি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি দপ্তরসমূহের কার্যক্রম আরও গতিশীল এবং পেপারলেস কমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সরকার ডি-নথি চালু করেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সফলতার অন্যতম উদাহরণ হলো ফ্রিল্যান্সিং। বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ফ্রিল্যান্সার কাজ করছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসেও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আউটসোর্সিং করে তারা বছরে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করছেন। বিশ্বব্যাংকের সমীক্ষা মতে, অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয়। এমন সফলতার মাহেন্দ্রক্ষণে ২০২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল দিবসের উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার 'রূপকল্প-২০৪১' এর ঘোষণা করেন। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি এই চারটি মূল ভিত্তির ওপর গড়ে উঠবে স্মার্ট বাংলাদেশ। এ জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে একটি দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রমকে স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন, অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিধিমালা প্রণয়ন, রপ্তানিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'মেড ইন বাংলাদেশ' নীতি প্রণয়ন ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং আর্থিক খাতের ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে সরকার। এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' নামে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির কাজ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, আইন এবং প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি ও সর্বপর্যায়ে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকরা স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমাণের লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে ১৪ দফা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্মার্ট বাংলাদেশ মূলত জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি গঠনের রূপকল্প। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বাস্তবায়িত উদ্যোগগুলোর সম্প্রসারণ এবং নতুন নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এই লক্ষ্য অর্জন করতে চায় সরকার। এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক দিকটি হলো জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ায় উদ্ভাবন ও গবেষণাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া। তাই এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে একাডেমিয়া এবং শিল্পকেও। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অমিত সম্ভাবনা কাজে লাগানো ও মেধাভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশে জ্ঞান, উদ্ভাবন ও গবেষণার সুযোগ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির বিদ্যমান উদ্যোগগুলোর সঙ্গে নতুন উদ্যোগের সংমিশ্রণে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) বদ্ধপরিকর। আইটি খাতে দক্ষ ও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন জনবল তৈরি এবং কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে আইসিবি। এরই ধারাবাহিকতায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ ও প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে আইসিবি সময়ে সময়ে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে যাচ্ছে। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও ডাইনামিক পুঁজিবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আইসিবি। জনসাধারণের ক্ষুদ্র সঞ্চয় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে আইসিবির ব্যবস্থাধীনে পরিচালিত ১৫টি বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে নির্বাচিত সম্মানিত গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব অটো ডেবিট প্রক্রিয়ায় Systematic Investment Plan (SIP) এর মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধা ইতোমধ্যে সফলভাবে চালু রয়েছে। সমন্বিত এমআইএস ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন, ডাটা সেন্টার ও ডিজাস্টার রিকভারি সাইট কোম্পানি গঠন, পেপারলেস অফিস চালুকরণ, কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ই-মেইল প্রদানসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আইসিবি। বিনিয়োগকারীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০২২ সালে আইসিবির চট্টগ্রাম শাখায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) চালু করার পাশাপাশি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ইনভেস্টরস্ ডিপার্টমেন্ট-এ কিয়স্ক (KIOSK) মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। আইসিবি বিশ্বাস করে, যে কোন উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা যা ভবিষ্যত দায়িত্বের কাঠামো তৈরি করে। শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠন, সাধারণ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, মার্কেট সার্পোট প্রদান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক খাতে বিনিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে আইসিবি। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আইসিবি তার ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড (ইইএফ) এবং অন্ট্রাপ্র্যানারশীপ সাপোর্ট ফান্ডের (ইএসএফ) মাধ্যমে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধ খামার, মৎস্য, পশুসম্পদ ও পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পল্লী অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। চলমান বৈশ্বিক মন্দা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে গত অর্থবছরে পুঁজিবাজার মূল্য সংশোধনে থাকা সত্ত্বেও আইসিবি সুদূরপ্রসারী পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিনিয়োগ বহুমুখীকরণ, শেয়ারহোল্ডার এবং বিনিয়োগকরীদের স্বার্থ রক্ষায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ২০২১-২২ অর্থবছরে আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহ কর্তৃক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর হতে আইসিবি কখনই শুধুমাত্র মুনাফার উদ্দেশ্যে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করেনি বরং পুঁজিবাজারের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় সদা তৎপর ছিল। তথাপি পাবলিক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইসিবি আত্মপ্রকাশ করেছে। সরকারের আয় সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রতি বছর আইসিবির অবদান উল্লেখযোগ্য। আইসিবি প্রতিবছর উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের বিপরীতে অগ্রিম আয়কর, কর্পোরেট ট্যাক্স, মূল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক, উৎসে কর প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় কোষাগারে অবদান রেখে আসছে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ 'অ-ব্যাংকিং আর্থিক' শ্রেণিতে ২০২২ সালে আইসিবি ২য় সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পুরস্কার লাভ করে। স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম নিয়ামক হলো স্মার্ট অর্থনীতি এবং এবং স্মার্ট সিকিউরিটিজ মার্কেট। স্মার্ট সিকিউরিটিজ মার্কেট বির্নিমাণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের কোম্পানিসমূহকে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন যোগানের সুযোগ করে দিতে এরই মধ্যে চালু হয়েছে এসএমই প্লার্টফর্ম। দেশের জন্য নতুন শিল্প পরিবেশ তৈরি এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে একটি স্মার্ট বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং স্মার্ট বিনিয়োগকারী সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে আইসিবি। সরকার আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলবে আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, রোবোটিকস, বিগ ডেটার মতো ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে চায় সরকার। এ প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তবতা। স্মার্ট বাংলাদেশ ও স্মার্ট জাতি গঠনই আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য পূরণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই।' তাই আমরা বিশ্বাস করি ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ হবে সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিভিত্তিক, জ্ঞানভিত্তিক, উদ্ভাবনী এবং সর্বোপরি মানবিক বাংলাদেশ।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

মেট্রোরেল উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মেট্রোরেলের ফলক উন্মোচন করার মাধ্যমে স্বপ্নের মেট্রোরেল উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মারক ডাকটিকেট ও স্মারক নোট উন্মোচন করেন। এরপর লাল ফিতা কেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সবচেয়ে আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার প্রথম যাত্রী হন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছোট বোন শেখ রেহানাসহ ২০০ জনের মতো আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেল চালু করা হয়েছে। মেট্রোরেল পরিষেবার প্রথম ধাপের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ঢাকাবাসীর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান হলো।

কর্ণফুলী টানেলের প্রথম টিউবের উদ্বোধন

২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে নির্মিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের দুটি টিউবের একটি টিউব উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। টানেলের দক্ষিণ টিউব দিয়ে আনোয়ারা থেকে চট্টগ্রাম শহরে এবং উত্তর টিউব দিয়ে চট্টগ্রাম থেকে আনোয়ারার দিকে যান চলাচল করবে। নদীর তলদেশে নির্মিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল এটি। কর্ণফুলীর দুই তীরকে সংযুক্ত করে চীনের সাংহাই শহরের আদলে ওয়ান সিটি টু টাউন গড়ে তোলার লক্ষ্যে উক্ত টানেল প্রকল্প গ্রহণ করে সরকার। দুই টিউব সংবলিত মূল টানেলের দৈর্ঘ্য ৩ দশমিক ৩২ কিলোমিটার।

২৭তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন: জলবায়ু অভিযোজন তহবিলে ৩০ মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে বাংলাদেশ

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো ইউএনএফসিসিসির আওতায় গত ৬-২০ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মিশরের শার্ম আল-শেখ শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন কপ-২৭ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক আলোচনায় বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের পক্ষে কার্যকর ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ২৭তম বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৭) থেকে জলবায়ু অভিযোজন তহবিলে ৩০ মিলিয়ন ডলার পাচ্ছে বাংলাদেশ।

IOSCO এর Asia Pacific Regional Committee (APRC) এর ভাইস চেয়ার পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিএসইসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম ১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে International Organization of Securities Commissions (IOSCO) এর Asia Pacific Regional Committee এর ভাইস চেয়ার পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সারা বিশ্বের পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থাদের নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক এই সংগঠনে এমন অর্জন বাংলাদেশের জন্য এই প্রথম। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ এই পদে বাংলাদেশের অবস্থান নিশ্চিত হওয়ায় দেশ এবং দেশের পুঁজিবাজার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরো পরিচিত হবে এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ ও আস্থা বৃদ্ধি পাবে। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজার এর নীতিনির্ধারণে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে, সংশ্লিষ্ট আইন-কানুনের সাথে সমন্বয় করে দেশের পুঁজিবাজার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধি,

এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ও সহযোগিতা বৃদ্ধিসহ দেশের পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়নে এই অর্জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

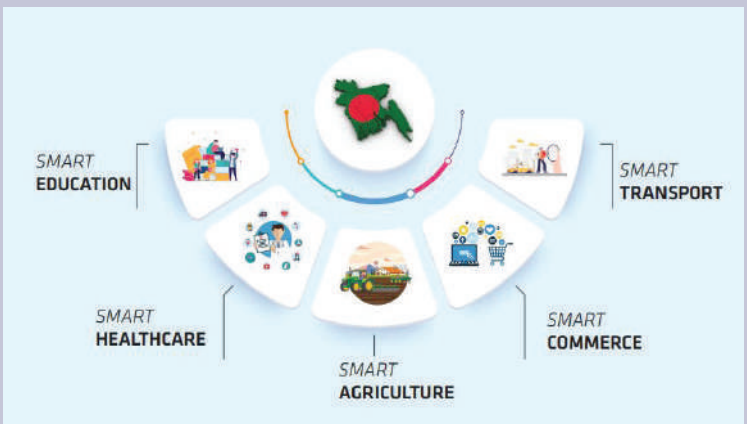

ডিজিটাল বাংলাদেশ দৃশ্যমান
লক্ষ্য এবার
স্মার্ট বাংলাদেশ
বিনির্মাণ

ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা-২০২২

আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম এর কাছ থেকে ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা-২০২২ পুরস্কার গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার-২০২১ পেল আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড

দেশের পুঁজিবাজারে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) কর্তৃক প্রদত্ত 'স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার ২০২১'-এ মার্চেন্ট ব্যাংকার ক্যাটাগরিতে আইসিবির সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (আইসিএমএল) প্রথম পুরস্কারে ভূষিত হয়। ১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মো. তাজুল ইসলাম, এমপি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, বিএসইসি-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মো. কিসমাতুল আহসান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো. আবুল হোসেন এবং আইসিএমএল-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন।

'স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী পুরস্কার ২০২১'-এ মার্চেন্ট ব্যাংকার ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার গ্রহণ করছেন আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড (আইসিএমএল) এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী

22nd ICAB National Award & SAFA Best Presented Annual Report Award

The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) কর্তৃক আয়োজিত 22nd ICAB National Award পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আইসিবির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান এবং মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ জাকের হোসেন পুরস্কার গ্রহণ করেন।

22nd ICAB National Award for Best Presented Annual Reports 2021 in the Public Sector Entities- First Runner-up

SAFA Best Presented Annual Report Awards, Integrated Reporting Awards & SAARC Anniversary Awards for Corporate Governance Disclosures Competition 2021-Certificate of Merit

জনগণ চাইলে তথ্য
কর্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য..

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

২০২২ সালের পুরোটাই ছিল বিশ্ব অর্থনীতির জন্য ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও টালমাটাল এক বছর। বিশ্বব্যাপী ছিলো অর্থনৈতিক সংকট। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ আর করোনা অতিমারি পরবর্তী সরবরাহ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটার ফল হিসেবে ২০২২ সালের প্রায় পুরোটাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভুগতে হয়েছে। একদিকে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি, বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ও পাল্টা নিষেধাজ্ঞা, মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়েছে, অন্যদিকে ডলার সংকটে আমদানি এবং ব্যাংকিং খাতেও ছিল সংকট। এ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সরকার কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থছাড় কমানো, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ, সরকারি খরচের ওপর কৃচ্ছ্রতাসাধন, বিলাসপণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিতকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বৃদ্ধি, বাজার তদারকিসহ খোলাবাজারে স্বল্প দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রয়, কৃষিকাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, সার ও কৃষি উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং প্রবাসী আয় বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত ২ দশমিক ৫ শতাংশ প্রণোদনা।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি এর চিত্র নিম্নে প্রদর্শিত হলো:

মূল্যস্ফীতির হার CPI দ্বারা নির্ণীত, (ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬)	অক্টোবর ২০২২	নভেম্বর ২০২২	ডিসেম্বর ২০২২
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে	৮.৯১%	৮.৮৫%	৮.৭১%
মাসিক গড় ভিত্তিতে (১২ মাস)	৭.২৩%	৭.৪৮%	৭.৭০%

ডিসেম্বর ২০২২ মাসে মোট অর্থের যোগান দাঁড়িয়েছে ১৭.৫৮ লক্ষ কোটি টাকা যা গত বছরের একই সময়ে ছিলো ১৬.২১ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থের মোট যোগান বিগত বছরের একই সময়ের চেয়ে ৮.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ মাস শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ৩৩,৭৪৭.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসের ৪৬,১৫৩.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে ২৬.৮৮ শতাংশ কম। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে প্রতি মাসের শেষ কর্মদিবস অনুযায়ী ইনডেক্স পরিবর্তন ছিলো নিম্নরূপ:

স্টক এক্সচেঞ্জ	ইনডেক্স	৩১ অক্টোবর ২০২২	৩০ নভেম্বর ২০২২	২৯ ডিসেম্বর ২০২২
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ	ডিএসইএক্স	৬,৩০৭.৩৩	৬,২৩৫.৯৫	৬,২০৬.৮১
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ	সিএসসিএক্স	১১,১৬০.১৯	১১,০২৯.২৪	১০,৯৮২.২২

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ব্যালেন্স অব পেমেন্ট হতে প্রাপ্ত ২০২১-২২ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৮,৯৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৪,৭৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২২ মাসের শেষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার মূল্যমান ছিলো নিম্নরূপ:

(৩১.১২.২০২২ তারিখে)

আন্তর্জাতিক মুদ্রা	মূল্যমান (টাকায়)
১ মার্কিন ডলার	৯৯.০০
১ ইউরো	১০৫.৫৫
১ পাউন্ড (গ্রেট ব্রিটেন)	১১৯.৩৪
১ জাপানি ইয়েন	০.৭৪
১ রুপি (ইন্ডিয়ান)	১.২০

বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং সম্প্রতি সংঘটিত দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্যার অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য মুদ্রানীতির মূল চ্যালেঞ্জ হবে টাকার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মান অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখা। একইসাথে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে চলমান অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সমর্থন অব্যাহত রাখাও আসন্ন মুদ্রানীতির জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত। সে বিবেচনায় মূল্যস্ফীতি ও টাকার বিনিময় হারের উর্ধ্বমুখী চাপকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করার নিমিত্ত ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হয়েছে যা কিছুটা সংকোচনমুখী। সে আলোকে পুরো অর্থবছরের জন্য অর্থ ও ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় বাজেট বক্তৃতার সূত্রমতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য সরকারের কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৫ শতাংশ ও মূল্যস্ফীতি ৫.৬ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

1. www.bb.org.bd
2. www.dsebd.org
3. www.cse.com.bd

অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকের শেষ কর্মদিবস ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ডিএসইএক্স মূল্য সূচক দাঁড়ায় ৬২০৬.৮১ পয়েন্ট-এ যা প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৬৫৩১.৫৯ পয়েন্ট। এ ছাড়া ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ডিএসই এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৬০৯৩৬৮.৯৯ ও ৩৪৫৭.১৫ মিলিয়ন টাকায় যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ৫২০৬৬২১.৩৮ ও ১৫৩৩৪.০৮ মিলিয়ন টাকা।

অপরদিকে, উল্লিখিত প্রান্তিকের শেষ কর্মদিবস ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সিএসসিএক্স মুল্য সূচক দাঁড়ায় ১০৯৮২.২২ পয়েন্ট-এ যা প্রান্তিকের শুরুতে ছিল ১১৫৪৫.৭৬ পয়েন্ট। এ ছাড়া ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সিএসই-এর বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৪৭৭৭৯৭.১৭ ও ৩৪০.২৬ মিলিয়ন টাকায় যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২ প্রান্তিকের শুরুতে ছিল যথাক্রমে ৪৪২২৮৪৫.৮২ ও ২৯২.৫৬ মিলিয়ন টাকা।

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার (ডিএসই এবং সিএসই): ২৯ ডিসেম্বর ২০২২

	ডিএসই					সিএসই				
তারিখ	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সিএসসিএক্স ইনডেক্স
০২-১০-২০২২	২২৭৭০৪	২৮২৭২৪৫৩৯	১৫৩৩৪.০৮	৫২০৬৬২১.৩৮	৬৫৩১.৫৯	১১০২০	৭৩০৪৮৩১	২৯২.৫৬	৪৪২২৮৪৫.৮২	১১৫৪৫.৭৬
০৬-১০-২০২২	১৮৮৩৫১	১৮৬২৬০৪১৪	১১৬৯৮.৩৮	৫২১৬৭৬৪.৫৬	৬৫৬৯.৫১	৬৭২০	৪২০৮৩৯৩	১৮৯.১৯	৪৪২৫২৫২.৭৭	১১৫৮৯.১৮
১৩-১০-২০২২	২২২৮০৭	২১৭৪১১২০৫	১৪১০৯.২৭	৭৭৩৯৩৯৫.৮১	৬৪৯৪.২৫	৬৯০৩	৪৯০১৬৯০	২৩৩.৮৮	৭৫৫৩১৫৯.৪২	১১৪৫৪.১৬
২০-১০-২০২২	১৫৯১৪৩	১৩২০৫৩০৬০	৯৭৫৬.২৯	৭৬৯৯০৭৫.৭৭	৬৩৯২.৩০	৪৩৫৪	৪২৮০৩১৯	২৬২.৯৩	৭৫০৫৫৬৭.১৯	১১২৬৮.১৯
২৭-১০-২০২২	১৬৩৪০৭	১৩৫৯৫২০১৩	১০৯৪৯.৮৫	৭৬৯৪৬৫৭.২২	৬৩৭৮.০০	৪৯৮৩	৩৬৪৫৫১১	২৪৬.৬৯	৭৫০২০১০.৯৪	১১২৫৫.৩৩
০৩-১১-২০২২	২৪৮৬৬৭	২৩৬৭২৯৩৩৩	১৫১২৪.৪১	৭৭৪২৯৮৬.৪৬	৬৪১০.৬৭	১০৮৯১	৫৮৩৯৯৬০	২৬৯.৩৩	৭৫৩৭৭৭৫.১৯	১১৩৫৪.৭০
১০-১১-২০২২	১৪১২৬৭	১১৩৯২২৪১৪	৭৯৭৯.৪০	৭৭১৫৫৬০.২৩	৬৩৫৩.৭৭	৪১১১	৩৮৬৩২৫৬	১৭০.৬৬	৭৫১১৩৪৪.৮২	১১২৪৪.৬১
১৭-১১-২০২২	১১৮৫২৩	৯৫৪৪৫১৪০	৫৫২১.৩৭	৭৬৭০৭৯৯.৯১	৬২৬৫.৯৯	৪৪৫৪	২৭১৩৮৬৩	৮৫.৯৬	৭৪৯২৯৭৮.২১	১১০৮১.৬৩
২৪-১১-২০২২	১২৫৮৯২	৫৪৪১৬৫১৬	৩২৩৮.০৩	৭৬৩৬২৫৬.৬৭	৬২১৫.১২	২১৩৮১	২৯৮৮০৭৬	১৩২.২৮	৭৪৬৩৯৫২.২১	১০৯৮৭.৬৮
০১-১২-২০২২	১০০৬৫৯	৭০৫০১৯৭৭	৪৮৪৭.৫১	৭৬৩৭৪৭২.৬৪	৬২৪৫.৩৮	৩৭৬৭	২৫৪৮১২৫	৭০.২৩	৭৪৭২৯৬৯.১৫	১১০৩৬.৪৮
০৮-১২-২০২২	৬১০১৯	৪৬৩২৫৬৬৯	২৯৫৭.৪৪	৭৬২৭১২৮.৬২	৬২২৭.৮২	১২০২	১৬৯০৯৬৭	৮৪.৬১	৭৪৫৯১২০.৪১	১০৯৮৭.৮৬
১৫-১২-২০২২	৮৫৩৭৮	৫৪৪৭৫৪৬৭	৪২৫২.৭১	৭৬৩৭২৭৯.২২	৬২৫৬.৮৩	১৬৮১	২৭২৪৮৭৭৯	৪২৩.৪১	৭৪৬৭১৩৮.৯৩	১১০৫৩.২৪
২২-১২-২০২২	৫০২০৯	৩৫২২৭২২০১	২২৭৭.৪৮	৭৬১০৬০৫.৯৪	৬২০২.২১	১৮১৬	১৬৯৭৩৭১	২০৬.৯৮	৭৪৪৭৬১০.৯৪	১০৯৮১.৪০
২৯-১২-২০২২	৭০৬৮৪	৪৫৩৮৩৯২৬	৩৪৫৭.১৫	৭৬০৯৩৬৮.৯৯	৬২০৬.৮১	২৭৪৫	৮৯৮৭৯৫১	৩৪০.২৬	৭৪৭৭৭৯৭.১৭	১০৯৮২.২২
দৈনিক গড় (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২২)	১৩৪৩২৭	১০৮২৪৩৪১৭	৭২০১.৬৪	-	-	৬১৩৭	৪১৫৭২৬১	১৮৩.৩৬	-	-
দৈনিক গড় অক্টোবর, ২০২২	১৮০১৫১	১৬০৫৪৬৪৫০	১০৫৪৫.৮৬	-	-	৮০৬৬	৪৯১২০৭৬	২৪৫.৭১	-	-
দৈনিক গড় নভেম্বর, ২০২২	১৪৪৫৩০	১১২০৩৫৪৩৭	৭৪২১.৩৮	-	-	৭৯০০	৩২৭৪৯৪১	১৬৩.১০	-	-
দৈনিক গড় ডিসেম্বর, ২০২২	৭৭২৮০	৫১৭৬৯১৬২	৩৬১৫.৭০	-	-	২২৭০	৪৩৭২৯৯৭	১৪৩.২৮	-	-

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি (ডিএসই এবং সিএসই) : ডিসেম্বর ২০২২

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন	৩৮৬৯৯৫.৯৯	৮.৬৫	গ্রামীণফোন	৩৮৮৮৮৬.৪০	৫.২০
২	ওয়ালটন হাইটেক	৩১৭৩৭৮.০২	৭.১০	ওয়ালটন হাইটেক	৩১৬৪৯৯.৫০	৪.২৩
৩	বিএটিবিসি	২৮০০৯৮.০০	৬.২৬	বিএটিবিসি	২৮০৩১৪.০০	৩.৭৫
৪	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	১৮৫৯৭৭.৪২	৪.১৬	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	১৮৬৩৩২.০০	২.৪৯
৫	রবি আজিয়াটা	১৫৭১৩৭.৯৯	৩.৫১	রবি আজিয়াটা	১৫৭৬৬১.৮০	২.১১

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি (ডিএসই এবং সিএসই): ২৯ ডিসেম্বর ২০২২

ক্র. নং	ডিএসই			সিএসই		
	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট লেনদেনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	মোট লেনদেনের %
১	ইন্ট্রাকো	১৭১.৬৯	৪.৯৭	বিজিআইসি	১৩৫.৩২	৩৯.৭৭
২	জেনেক্স ইনফোসিস	১২৩.২৭	৩.৫৭	ব্যাংক এশিয়া	১১১.১৫	৩২.৬৭
৩	ওরিয়ন ইনফিউশন	১০৯.৪০	৩.১৬	মেরিকো	২৭.৫৭	৮.১০
৪	মুন্নু সিরামিক	১০৪.০১	৩.০১	বেঙ্গল ওইন্ডসর	৯.৭৮	২.৮৭
৫	বিপিএমএল	১০৩.৭৬	৩.০০	সি পার্ল	৯.২৫	২.৭২

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি: ডিসেম্বর ২০২২

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	প্রকৃত ইপিএস (টাকা)	পি/ই
১	রেকিট বেনকিজার	১৭১.০৩	২৭.৮৪
২	মেরিকো বাংলাদেশ	১১২.৮২	২১.৪৬
৩	লিনডে বাংলাদেশ	৮০.৫৪	১৭.৩৫
৪	বার্জার পেইন্টস	৬২.৬৮	২৭.৪৮
৫	রেনেটা	৪৪.৫৬	২৭.৩৩

তালিকাভুক্ত কয়েকটি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণঃ ডিসেম্বর ২০২২

কোম্পানির নাম	অনুমোদিত মূলধন (কোটি টাকায়)	পরিশোধিত মূলধন (কোটি টাকায়)	শেয়ার হোল্ডিং অবস্থান (শতকরা হারে)					নিট লাভ (কোটি টাকায়)	সমাপনী মূল্য (টাকায়)*	শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকায়)	শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়)	পি/ই রেশিও
			পরিচালক	সরকার	ইন্সটিটিউশন	বৈদেশিক	জনসাধারণ					
ব্র্যাক ব্যাংক	২০০০.০০	১৪৯৬.৬০	৪৬.২৪	-	১০.২৬	৩৭.৮৮	৫.৬২	৫৪৬.৪৭	৩৮.৫০	৩৮.২১	৩.৬৫	১০.৫৫
আইডিএলসি ফাইন্যান্স	১০০০.০০	৪১৫.৭০	৫৬.৬৬	-	২৩.৬৯	৫.৪৮	১৪.১৭	২১১.৬১	৪৬.৫০	৪০.৩৯	৫.০৯	৯.১৪
বিএসআরএম স্টিল	৫০০.০০	৩৭৬.০০	৭২.০৯	-	১৭.২৭	০.৩৯	১০.২৫	৩২৭.৮৫	৬৩.৯০	৬৮.৯৯	৮.৭২	৭.৩৩
বেক্সিমকো ফার্মা	১৫০০.০০	৪৪৬.১০	৩০.১৪	-	২১.৮২	২৮.৬১	১৯.৪৩	৪৯৯.৮৬	১৪৬.২০	৯১.০১	১১.২০	১৩.০৫
ইস্টার্ন ইনস্যুরেন্স	১০০.০০	৪৩.১০	৪৭.৬১	-	১৯.১৫	-	৩৩.২৪	২২.৯৭	৪৯.১০	৫১.৫২	৫.১৬	৯.৫২

সূত্রঃ DSE Monthly Review, December, 2022

বিশ্বের প্রধান প্রধান স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সূচক

		৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২	৩০ ডিসেম্বর ২০২২	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৬৫১২.৮৯	৬২০৬.৮১	-৪.৭০
	সিএসসিএক্স	১১৫০২.৩৪	১০৯৮২.২২	-৪.৫২
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	২৫৯৩৭.২১	২৬০৯৪.৫০	০.৬১
হংকং	হ্যাং সেং	১৭২২২.৮৩	১৯৭৮১.৪১	১৪.৮৬
বোম্বে	এস অ্যান্ড পিবিএসই সেনসেক্স	৫৭৪২৬.৯২	৬০৮৪০.৭৪	৯.৯৪
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	৩০২৪.৩৯	৩০৮৯.২৬	২.১৪
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৫৭৪১.০৭	৬৫৬৬.৩৯	১৪.৩৮
থাইল্যান্ড	এসইটি	১৫৮৯.৫১	১৬৬৮.৬৬	৪.৯৮
সিঙ্গাপুর	এসটিআই	৩১৩০.২৪	৩২৫১.৩২	৩.৮৭
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৬৮৯৩.৮০	৭৪৫১.৭০	৮.০৯
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	১২১১৪.৩৬	১৩৯২৩.৫৯	১৪.৯৩
ইউরো নেক্সটপ্যারিস	সিএসি-৪০	৫৭৬২.৩৪	৬৪৭৩.৭৬	১২.৩৫
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসডাক কম্পোজিট	১০৫৭৫.৬২	১০৪৬৬.৪৮	-১.০৩
	ডিজেআইএ	২৮৭২৫.৫১	৩৩১৪৭.২৫	১৫.৩৯
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	৩৫৮৫.৬২	৩৮৩৯.৫০	৭.০৮
ব্রাজিল	আইবোভেসপা	১১০০৩৭.০০	১১০০৩১.০০	-০.০১

সূত্রঃ http://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html; http://www.pse.com.ph/stockMarket/marketInfo-marketActivity.html

মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

১৬ ডিসেম্বর ২০২২ রক্তস্নাত মহান বিজয় দিবসের ৫২তম বার্ষিকী। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মাথা উঁচু করার দিন। মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়সহ শাখাসমূহ এবং এর ৩টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমার পতাকা আমার অহংকার শিরোনামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত পরিবেশন, শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে প্রার্থনা ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন, জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ও মুক্তির গান প্রচার এবং প্রামাণ্য চিত্র ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের উপর আলোচনা সভা এবং বিজয় দিবস উপলক্ষে পত্রিকা, ওয়েবসাইটে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ অন্যান্য কর্মসূচি। মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক জনাব অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী, মিসেস মাহমুদা আক্তার, জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, জনাব মোঃ তালেব হোসেন, জনাব রাজী উদ্দিন আহমেদ ও মিসেস মাজেদা খাতুন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি এবং কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ কর্পোরেশন ও সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের সর্বস্তরের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবি প্রধান কার্যালয়ের সামনে 'আমার পতাকা আমার অহংকার' শিরোনামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

আইসিবি প্রধান কার্যালয়ের সামনে জাতীয় সংগীত পরিবেশন

শহীদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে প্রার্থনা ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন

জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন

শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

শেখ রাসেল
নির্মলতার প্রতীক
দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব এর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল-এর জন্মদিন উপলক্ষে সরকার প্রতিবছর ১৮ অক্টোবর তারিখ-কে "শেখ রাসেল দিবস" ঘোষণা করেছে। শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয়সহ শাখাসমূহ ও এর ৩টি সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে অফিস প্রাঙ্গন ও কর্পোরেশনের বিভিন্ন ফ্লোরে বেলুন, ব্যানার, পোস্টার এবং ফেস্টুন স্থাপন, ওয়েবসাইটে শেখ রাসেল কর্নার স্থাপন, কর্পোরেশন কর্তৃক শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কেক কাটা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল আয়োজন, শেখ রাসেল সম্পর্কে ভার্চুয়াল আলোচনা সভাসহ অন্যান্য কর্মসূচি পালন করা হয়। শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান এবং মহাব্যবস্থাপকগণ। এছাড়াও, উক্ত অনুষ্ঠানসমূহে আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি এবং কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে শেখ রাসেল-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

শেখ রাসেল দিবসে দোয়া ও মিলাদ মাহ্‌ফিল আয়োজন

কেক কেটে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

সংকটকালে তথ্য পেলে
জনগণের মুক্তি মেলে...

আইসিবির শাখাসমূহ কর্তৃক শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন এর স্থিরচিত্র

আইসিবি চট্টগ্রাম শাখায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

আইসিবি রাজশাহী শাখায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

আইসিবি খুলনা শাখায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

আইসিবি বরিশাল শাখায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

আইসিবি সিলেট শাখায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

আইসিবি বগুড়া শাখায় শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

জনগণ চাইলে তথ্য
কর্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য..

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ ভার্চুয়াল/ডিজিটাল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিপুল সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার ভার্চুয়াল/ডিজিটাল প্লাটফর্মে সংযুক্ত ছিলেন। সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত হিসাব সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। কর্পোরেশনের ধারাবাহিক উন্নতির জন্য তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে আইসিবি একক এবং সম্মিলিতভাবে যথাক্রমে ১১৩.২৬ কোটি এবং ১৪৪.৫৭ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। শেয়ারহোল্ডারগণ ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য ৫% নগদ এবং ৫% স্টক লভ্যাংশ অনুমোদন করেন। এছাড়া, সভায় আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং ভবিষ্যতেও পুঁজিবাজারে আইসিবির ভূমিকা ও অবস্থান সুদৃঢ় থাকবে বলে শেয়ারহোল্ডারগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য শেয়ারহোল্ডার, বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসইসি, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহ, সিডিবিএলসহ সকল স্টেকহোল্ডার-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

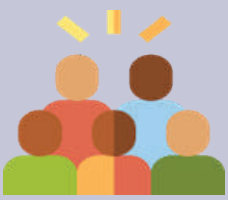

তথ্য সবার অধিকার
থাকবে না কেউ পেছনে আর...

আইসিবির ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার স্থিরচিত্রসমূহ

আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের বার্ষিক সাধারণ সভার স্থিরচিত্রসমূহ

১৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড-এর ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার স্থিরচিত্র

২১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড-এর ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার স্থিরচিত্র

২৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর ২২তম বার্ষিক সাধারণ সভার স্থিরচিত্র

জনগণ চাইলে তথ্য কর্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য..

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

'পুঁজিবাজারে আইসিবির যাত্রা, অর্থনীতির নতুন মাত্রা' স্লোগানে ০১ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর ৪৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। ১৯৭৬ সালের এই দিনে দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালায় দ্রুত কার্যকরী পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে 'ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬' (১৯৭৬ সালের ৪০ নং অধ্যাদেশ) বলে সরকার কর্তৃক আইসিবি প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান, কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপকগণ, আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি ও আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি

ও সাধারণ সম্পাদকসহ কর্পোরেশনের অন্যান্য কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক এবং আপ্যায়ন অনুষ্ঠান-২০২২ অনুষ্ঠিত

কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি এবং পরিবারের সদস্যদের বিনোদন প্রদানের উদ্দেশ্যে আইসিবি কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক এবং আপ্যায়ন অনুষ্ঠান-২০২২, গাজীপুরের রাঙ্গামাটি ওয়াটারফ্রন্ট রিসোর্ট-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন কর্মচারী ইউনিয়নের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এছাড়া, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক জনাব রাজী উদ্দিন আহমেদসহ আইসিবি কর্মকর্তা সমিতি ও কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবি কর্মকর্তা সমিতির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩

আইসিবি কর্মকর্তা সমিতির সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ বন্ধন সৃষ্টি, কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি এবং পরিবারের সদস্যদের বিনোদন প্রদানের উদ্দেশ্যে আইসিবি কর্মকর্তা সমিতির উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর আয়োজন করা হয়। আইসিবি পরিচালনা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন এর উপস্থিতিতে ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে প্রধান কার্যালয়ে ইনডোর গেমস-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাহমুদা আক্তার, জনাব মোঃ মফিজুর রহমান, জনাব রাজী উদ্দিন আহমেদ এবং মিসেস মাজেদা খাতুন। এছাড়াও, কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি জনাব মোঃ শরিকুল আনাম, সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম খান, কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি, কর্মকর্তা সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং ক্রীড়ামোদি সকল কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

আইসিবির কর্মকর্তা সমিতির বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩ এর ইনডোর গেমস উদ্বোধন করেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন।

তথ্য অধিকার, সংকটে হাতিয়ার...

আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি)-এর ১০৩তম সভা অনুষ্ঠিত

আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি (এমসিসি)-এর ১০৩তম সভা ১২ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সরাসরি এবং অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান। কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকগণ, সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া, উপ-মহাব্যবস্থাপক, সিস্টেম ম্যানেজার, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এবং সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ ও উপ-প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণসহ শাখা-কার্যালয়সমূহের শাখা প্রধানগণ অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। আলোচ্য সভায় প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক তা অর্জনের জন্য সঠিক Supervision এর আওতায় আনা, বিনিয়োগ হিসাবধারী ও আইসিবি ইউনিট ধারক সিনিয়র সিটিজেন গ্রাহকদেরকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সহযোগিতা করা, প্রয়োজনে বাসায় যেয়ে সেবা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া আলোচ্য সভায় অফিসে সুষ্ঠু, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ বজায় রাখা, অফিসের শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও কর্পোরেশনের ব্যয় কমাতে অপচয় রোধপূর্বক ব্যয় সংকোচনে সচেষ্ট হওয়া, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ কমিটিকে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখা এবং কর্পোরেশনের Classified Loan ১০% এর নীচে রাখার বিষয়ে সবাইকে তৎপর হওয়াসহ অন্যান্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

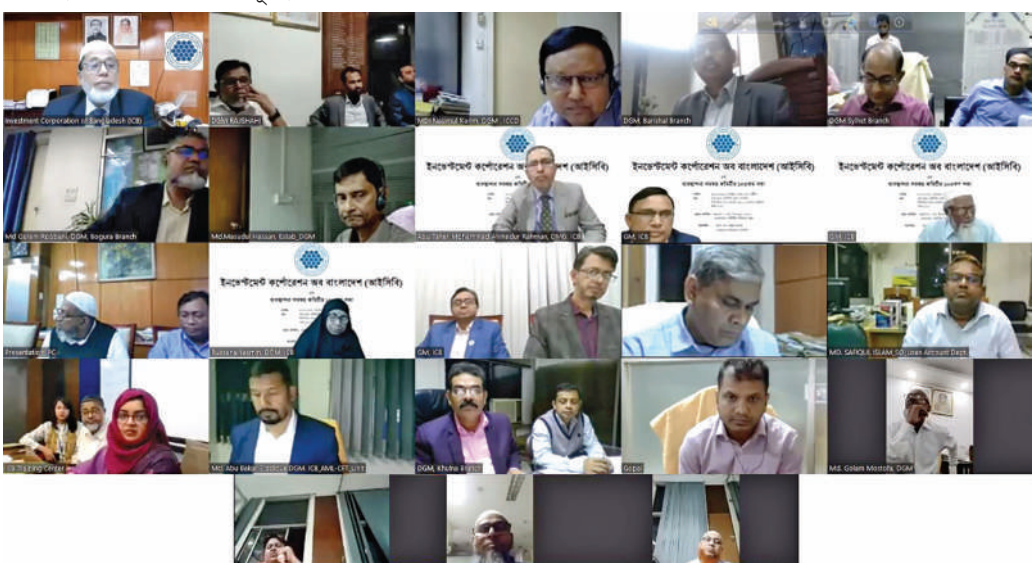

সরাসরি এবং অনলাইন প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত আইসিবি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি-এর ১০৩তম সভার একাংশের স্ক্রিনশট।

প্রধান কার্যালয়ে কিয়স্ক (KIOSK) মেশিন-এর উদ্বোধন

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের সম্মানিত বিনিয়োগ হিসাবধারীগণের জন্য সেবা সহজীকরণের নিমিত্ত ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে ইনভেস্টরস্ ডিপার্টমেন্ট-এ স্থাপিত কিয়স্ক (KIOSK) মেশিন-এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীসহ বিনিয়োগ হিসাবধারীগণ উপস্থিত ছিলেন। কিয়স্ক (KIOSK) মেশিন এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ সশরীরে এসে নির্দিষ্ট ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড এর মাধ্যমে লগইন করে তাদের নিজস্ব পত্রকোষ, আর্থিক হিসাব বিবরণী ও প্রতিদিনের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিতকরণ রিপোর্ট দেখতে ও প্রিন্ট করতে পারবেন।

একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৬তম বৈঠক অনুষ্ঠিত

একাদশ জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৬তম বৈঠক ২০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব আ.স.ম ফিরোজ মহোদয়-এর সভাপতিত্বে সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ, যুগ্মসচিব জনাব মৃত্যুঞ্জয় সাহা, ড. নাহিদ হোসেন, আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাহমুদা আক্তার, উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ শরিকুল আনামসহ কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইসিবির বিভিন্ন কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়।

বেক্সিমকো গ্রীন-সুকুক কর্তৃক অর্থায়িত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ বেক্সিমকো গ্রীন-সুকুক আল ইসতিসনা ইস্যুতে ট্রাস্টি এবং এসপিভি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। সুকুক ইস্যুর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ বেক্সিমকো লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুটি সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প যথাঃ করতোয়া সোলার লিঃ, শেখগছ, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় এবং তিস্তা সোলার লিঃ, লাটশাল, তারাপুর, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা-এ ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রকল্প দুটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শনের নিমিত্ত আইসিবি পরিচালনা বোর্ড এবং এসপিভি গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন নভেম্বর ২০২২ এ প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাহমুদা আক্তার এবং এসপিভি গভর্নিং বোর্ডের সদস্য সচিব ও এসপিভি ইউনিট প্রধান ও উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ মাহাবুব হাসান উপস্থিত ছিলেন।

সংকটকালে তথ্য পেলে
জনগণের মুক্তি মেলে...

আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তার জন্য সরকার "পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল" নামে ৯০০.০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠনপূর্বক তহবিলটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবির উপর অর্পণ করে। তহবিলটি হতে ঋণ বিতরণের মেয়াদ শেষ হওয়ায় পরবর্তীতে এ তহবিল হতে আদায়কৃত ৮৫৬ কোটি টাকা দিয়ে "আবর্তনশীল ভিত্তিতে পুনঃবিনিয়োগযোগ্য পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল" নামে অপর একটি তহবিল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ৯০০ কোটি টাকা দ্বারা সৃষ্ট পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল এর অবশিষ্ট আদায়কৃত ১৫৩.০০ কোটি টাকা তহবিলের সাথে যুক্ত করে তহবিলের আকার ১০০৯.০০ কোটি টাকায় বর্ধিত করা হয়। এ তহবিল থেকে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে সুদাসলে আদায়কৃত ১০৫৪.৬১ কোটি টাকা এবং সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ছাড়কৃত অর্থসহ বিতরণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০৬৩.৬১ কোটি টাকা। তহবিল গঠনের পর হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৪৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ১৯০৮.৮৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত এ তহবিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ
অল্টারনেটিভ ফান্ড ম্যানেজার	১	৪.৬৫	১	১.১০	১	১.১০	১	১.১৭
অ্যাসেট ম্যানেজার	৬	১০.১০	৬	৩.৯৮	৬	৩.৯৮	৬	২.৭৬
মার্চেন্ট ব্যাংক	১৩	১৭২৬.২০	১৩	১৭৩৮.০৭	১২	১,৭২৮.৪৯	১২	৯৭২.৭১
স্টক ডিলার	২৫	৬১২.৭৪	২৫	২০৫.৩০	২৫	১৭৫.৩০	২৫	১২৮.৫৫
মোট	৪৫	৩৪০৩.৬৯	৪৫	১৯৪৮.৪৫	৪৪	১৯০৮.৮৭	৪৪	১১০৫.১৯

আইসিবির শেয়ারের বাজার দর (ডিএসই): অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২২

(টাকায়)

মাস	প্রারম্ভিক	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সমাপনী
অক্টোবর	৯৩.৯০	৯৪.৭০	৯২.০০	৯২.০০
নভেম্বর	৯২.০০	৯২.০০	৯২.০০	৯২.০০
ডিসেম্বর	৯২.০০	৯২.০০	৮৭.৬০	৮৭.৬০

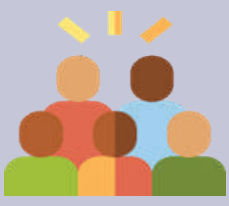

তথ্য সবার অধিকার
থাকবে না কেউ পেছনে আর...

যোগদান

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক ০১ (এক) জন পরিচালক মনোনয়ন দেয়ার মাধ্যমে নয় সদস্য বিশিষ্ট আইসিবির পরিচালনা বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। মনোনীত পরিচালক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান গাজী নবনিযুক্ত পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান গাজী

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০১.২১-১১৪ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এ পদায়ন করার প্রেক্ষিতে তিনি ২১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে কর্পোরেশনে যোগদান করেন। কর্পোরেশনে যোগদানের প্রেক্ষিতে নবনিযুক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে কর্পোরেশনের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

আইসিবির নবনিযুক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান-কে ফুলেল শুভেচ্ছা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, এক্সচেঞ্জ ও আইসিবি শাখার ০১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৪২২.১২.০০১.১৭.৪২ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাহমুদা আক্তারকে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে পদায়ন করার প্রেক্ষিতে তিনি ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড-এ যোগদান করেন।

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এর নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিসেস মাহমুদা আক্তার-কে ফুলেল শুভেচ্ছা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, এক্সচেঞ্জ ও আইসিবি শাখার ০১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৪২২.১২.০০১.১৭.৪২ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাজেদা খাতুনকে আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে পদায়ন করার প্রেক্ষিতে তিনি ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড-এ যোগদান করেন।

আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড এর নবনিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিসেস মাজেদা খাতুন-কে ফুলেল শুভেচ্ছা

পদোন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০১.২১-১১৩ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর মহাব্যবস্থাপক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমানকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পদোন্নতিপ্রাপ্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে কর্পোরেশনের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তাঁর সফল কর্মজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। জনাব এ.টি. এম. আহমেদুর রহমান ১৯৮৯ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে আইসিবিতে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফাইন্যান্স বিষয়ের উপর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অধীন আইবিএ হতে এমবিএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতির পূর্বে জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ কর্পোরেশনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ

আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬২১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান-কে আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড (আইএসটিসিএল)-এর পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান-কে কোম্পানির পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং তাঁর সফল কর্মজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

অবসর গ্রহণ

কর্মজীবনের সায়াহ্নে আইসিবি থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত কর্পোরেশনের মোট ০৯ জন কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন। ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মহাব্যবস্থাপক জনাব অসিত কুমার চক্রবর্ত্তী, ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ জাকের হোসেন, ০৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মহাব্যবস্থাপক জনাব মুজিবর রহমান খান, ৩০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ ইলিয়াস কবির, ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখে উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ এহিয়া মন্ডল, ২৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব গাজী মুহাম্মদ ইলিয়াছ, ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলাম এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে কেয়ারটেকার জনাব মোঃ হাসান আলী অবসর গ্রহণ করেন। আইসিবি পরিবারের পক্ষ থেকে অবসর গ্রহণকারী সকল কর্মচারীর সুখ, সমৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হচ্ছে।

আইসিবি পরিচালনা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব অসিত কুমার চক্রবর্ত্তীকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন

আইসিবি পরিচালনা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ জাকের হোসেনকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন

আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক জনাব মুজিবর রহমান খানকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন

আইসিবি পরিচালনা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন অবসরপ্রাপ্ত উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ এহিয়া মন্ডলকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন

আইসিবি পরিচালনা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন অবসরপ্রাপ্ত উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফাকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন

আইসিবি পরিচালনা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ কিসমাতুল আহসান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হোসেন অবসরপ্রাপ্ত উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোঃ ইলিয়াস কবিরকে ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন

কর্পোরেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ.টি.এম. আহমেদুর রহমান অবসরপ্রাপ্ত সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব গাজী মুহাম্মদ ইলিয়াছ-কে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন

কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন) জনাব রাজী উদ্দিন আহমেদ অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ ফরিদুল ইসলামকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন

কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন) জনাব রাজী উদ্দিন আহমেদ অবসরপ্রাপ্ত কেয়ারটেকার জনাব মোঃ হাসান আলীকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদান করেন

প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

প্রশিক্ষণ হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত হাতিয়ার। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের এ যুগে টিকে থাকতে হলে প্রশিক্ষিত মানবসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। সারা বছর জুড়ে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মচারীদের জ্ঞান, কর্মদক্ষতা এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আইসিবি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক কর্মচারীগণ-কে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীগণকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদানের স্থিরচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

Financial Statement Analysis শীর্ষক প্রশিক্ষণ

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, জিআরএস সফটওয়্যার এর ব্যবহার ও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

শুদ্ধাচার চর্চা ও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ শৃঙ্খলা পরিপালন শীর্ষক প্রশিক্ষণ

Derivatives

A derivative is a security with a price that is dependent upon or derived from one or more underlying assets. The derivative itself is a contract between two or more parties based upon the asset or assets. It's value is determined by fluctuations in the underlying asset. The most common underlying assets include stocks, bonds, commodities, currencies, interest rates and market indexes.

Financial derivatives are complex financial instruments used for two main purposes, to speculate and to hedge investments. It's important to note that when companies hedge, they're not speculating on the price of the commodity. Instead, the hedge is merely a way for each party to manage risk. Each party has its profit or margin built into the price, and the hedge helps to protect those profits from being eliminated by market moves in the price of the commodity.

Derivatives can be traded privately (over-the-counter, OTC) or on an exchange. OTC derivatives constitute the greater proportion of derivatives in existence and are unregulated, whereas derivatives traded on exchanges are standardized. OTC derivatives generally have greater risk for the counterparty than do standardized derivatives.

Some common types of derivative structures include:

- Collateralized debt obligations (CDOs)
- Credit default swaps
- Forwards
- Futures
- Mortgage-backed securities (MBS)
- Options
- Swaps

Futures

A futures contract, or simply futures, is an agreement between two parties for the purchase and delivery of an asset at an agreed-upon price at a future date. Futures are standardized contracts that trade on an exchange. Traders use a futures contract to hedge their risk or speculate on the price of an underlying asset. The parties involved are obligated to fulfill a commitment to buy or sell the underlying asset.

For example, say that on Nov. 6, 2021, Company A buys a futures contract for oil at a price of $62.22 per barrel that expires Dec. 19, 2021. The company does this because it needs oil in December and is concerned that the price will rise before the company needs to buy. Buying an oil futures contract hedges the company's risk because the seller is obligated to deliver oil to Company A for $62.22 per barrel once the contract expires. Assume oil prices rise to $80 per barrel by Dec. 19, 2021. Company A can accept delivery of the oil from the seller of the futures contract, but if Company A no longer needs the oil, it can also sell the contract before expiration and keep the profits.

In this example, both the futures buyer and seller hedge their risk. Company A needed oil in the future and wanted to offset the risk that the price may rise in December with a long position in an oil futures contract. The seller could be an oil company concerned about falling oil prices that wanted to eliminate that risk by selling or shorting a futures contract that fixed the price it would get in December.

Forwards

Forward contracts, or forwards, are similar to futures, but they do not trade on an exchange. These contracts only trade over-the-counter. When a forward contract is created, the buyer and seller may customize the terms, size, and settlement process. As OTC products, forward contracts carry a greater degree of counterparty risk for both parties.

Counterparty risks are a type of credit risk in that the parties may not be able to live up to the obligations outlined in the contract. If one party becomes insolvent, the other party may have no recourse and could lose the value of its position.

Once created, the parties in a forward contract can offset their position with other counterparties, which can increase the potential for counterparty risks as more traders become involved in the same contract.

Swaps

Swaps are another common type of derivative, often used to exchange one kind of cash flow with another. For example, a trader might use an interest rate swap to switch from a variable interest rate loan to a fixed interest rate loan, or vice versa.

Options

An options contract is similar to a futures contract in that it is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a predetermined future date for a specific price. The key difference between options and futures is that with an option, the buyer is not obliged to exercise their agreement to buy or sell. It is an opportunity only, not an obligation, as futures are. As with futures, options may be used to hedge or speculate on the price of the underlying asset.

Advantages and Disadvantages of Derivatives

Advantages

Derivatives can be a useful tool for businesses and investors alike. They provide a way to do the following:

- Lock in prices
- Hedge against unfavorable movements in rates
- Mitigate risks

Derivatives also can often be purchased on margin, which means traders use borrowed funds to purchase them. This makes them even less expensive.

Disadvantages

Derivatives are difficult to value because they are based on the price of another asset. The risks for OTC derivatives include counterparty risks that are difficult to predict or value. Most derivatives are also sensitive to the following:

- Changes in the amount of time to expiration
- The cost of holding the underlying asset
- Interest rates

These variables make it difficult to perfectly match the value of a derivative with the underlying asset. Because the derivative has no intrinsic value (its value comes only from the underlying asset), it is vulnerable to market sentiment and market risk. It is possible for supply and demand factors to cause a derivative's price and its liquidity to rise and fall, regardless of what is happening with the price of the underlying asset.

Finally, derivatives are usually leveraged instruments, and using leverage cuts both ways. While it can increase the rate of return, it also makes losses mount more quickly.

বঙ্গবন্ধুর কিছু অজানা তথ্য

মোহাঃ সামছুল আলম আকন্দ
উপ-মহাব্যবস্থাপক

বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের রূপকার, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ম উর্ধ্বতন পুরুষ শেখ আউয়াল দরবেশ ১৫ শতকে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর সঙ্গী হয়ে ইরাক থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে আসেন। এক পর্যায়ে হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর নির্দেশে দরবেশ শেখ আউয়াল ইসলামের শান্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে বিক্রমপুর পরগনার সোনারগাঁও-এ বসবাস শুরু করেন। শেখ পরিবারের দু'জন পূর্বসুরী শেখ জহির উদ্দিন ও শেখ আল-মাহমুদ সোনারগাঁও-এ বসবাসের পর শেখ আল-মাহমুদ সোনারগাঁও-এ মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র শেখ বোরহান উদ্দিন সোনারগাঁও ছেড়ে প্রথমে খুলনায় পরে টুঙ্গিপাড়ায় বসতি গড়েন। শেখ বোরহান উদ্দিন এর পুত্র শেখ কুদরত উল্লাহ ও শেখ একরাম উল্লাহ। তাঁর বড় পুত্র শেখ কুদরত উল্লাহ ব্যবসা এবং শেখ একরাম উল্লাহ গ্রাম্য সালিশ ও দেন-দরবার করতেন। এই দুই ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁদের উত্তরাধিকার শেখ মোহাম্মদ জাকির এর তিন পুত্র শেখ আব্দুল হামিদ, শেখ আবদুল রশিদ এবং শেখ আব্দুল মজিদ। শেখ হামিদের পুত্র শেখ লুৎফর রহমানের ঔরসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। শেখ পরিবারের বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ

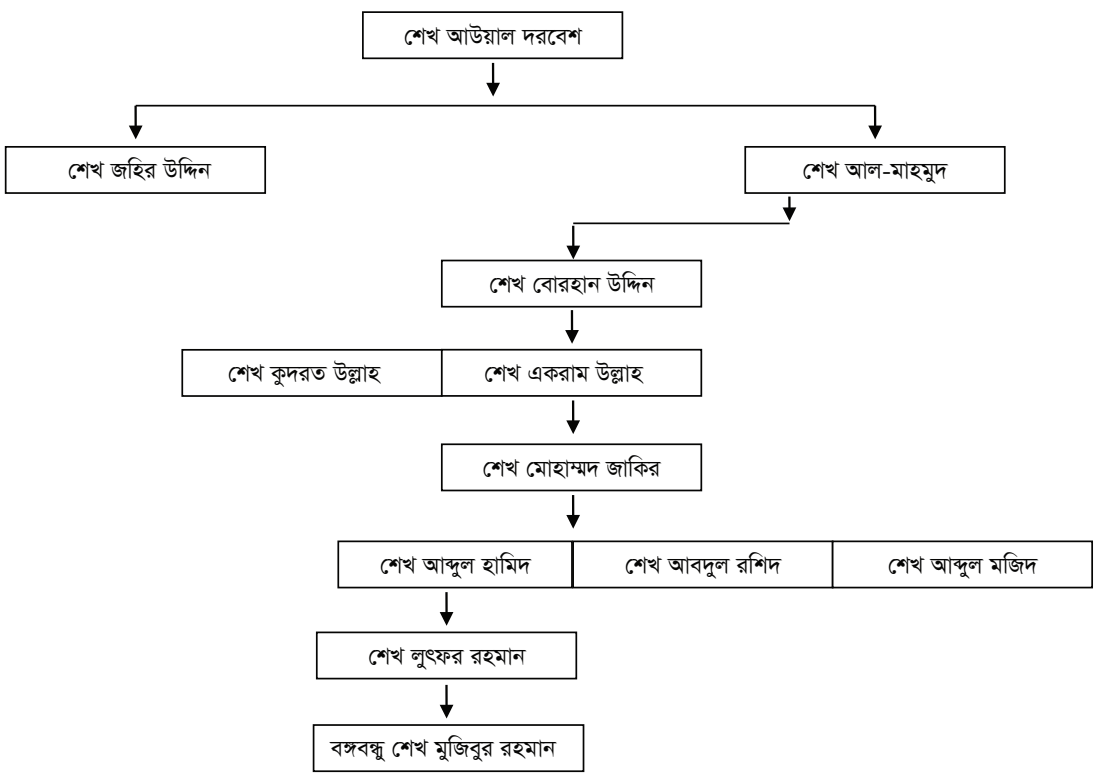

বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন কারণে স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ৫৭ বার খুলনায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি সরকার প্রধান হিসেবে সফর করেন। তিনি স্কুল জীবনে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন। ম্যাট্রিক পাসের পূর্বেই তিনি ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন।

হলওয়েল মনুমেন্ট অপারেশন আন্দোলন

নবাব সিরাজউদ্দৌলার নাম কলংকিত করার জন্য মিঃ হলওয়েল ১৭৫৬ সালে ১৫৬ জন ইংরেজ বন্দির মৃত্যুর স্মরণে কলকাতায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন। যার নাম রাখা হয় হলওয়েল মনুমেন্ট। এটা ছিল পরাধীনতার চিহ্ন স্বরূপ। ১৮৫ বছর পর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৪০ সালে এ মনুমেন্টটি অপসারণের আন্দোলনের ডাক দিলেন। এ আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের ছাত্রদেরকে নিয়ে অংশগ্রহণ করেন। সারা বাংলায় দুর্বার আন্দোলন শুরু হলে পরে বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক হলওয়েল মনুমেন্টটি অপসারণ করেন। ইংরেজদের নিকট বাংলার পরাজয়ের প্রতীক হিসেবে স্মৃতিস্তম্ভটি যে অপসারণ করা প্রয়োজন তা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বহিঃপ্রকাশ।

কর্ডন প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন

১৯৪৭ সাল, পাক-ভারত স্বাধীন। সদ্য স্বাধীন পাকিস্তান সরকার নির্দেশনা জারি করে যে এক জেলায় উৎপাদিত খাদ্যশস্য অন্য জেলায় পাঠানো যাবে না। এই নির্দেশনাটিই কর্ডন প্রথা। বহুকাল পূর্ব হতেই ফরিদপুর জেলার কৃষি শ্রমিকেরা অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ধান কাটার জন্য খুলনা ও বরিশালে আসত। পারিশ্রমিক হিসেবে কৃষি শ্রমিকেরা কর্তিত পাকা ধানের একটি অংশ পেত। দু'মাস পর পারিশ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত ধান নৌকায় তুলে শ্রমিকরা যখন নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয় তখন সরকারি নির্দেশনা জারি করা হয় যে, ধান অন্য জেলায় নেয়া যাবে না। সমস্ত ধান সরকারি গুদামে জমা দিতে হবে। অন্যথায় নৌকাসহ ধান আটক ও বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইতিহাসের পাতায় এটি কর্ডন প্রথা হিসেবে পরিচিত যা অনেকেরই অজানা। শেখ মুজিবুর রহমান এ বিষয়টি জানতে পেরে তিনি সভা-সমাবেশ করে এর বিরুদ্ধে জোরালো বক্তব্য দেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার পর সরকার পুনরায় নির্দেশনা জারি করলেন পারিশ্রমিকের ধান সরকারি গুদামে রেখে জমা দিয়ে রসিদ নিতে হবে। উল্লিখিত রসিদ দেখিয়ে কৃষি শ্রমিকরা তাদের নিজ জেলার সরকারি খাদ্য গুদাম থেকে সমপরিমাণ ধান নিতে পারবে। এ ঘটনা ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে। সে সময়ে সরকারি খাদ্য গুদামে পাকা রসিদ না থাকায় সাদা কাগজে লিখে ধান না দিয়ে খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তারা শ্রমিকদেরকে বিদায় করে দিত। স্ব-স্ব জেলায় সাদা কাগজে লেখা রসিদ নিয়ে গেলে খাদ্য গুদামের কর্মকর্তারা শ্রমিকদের গালিগালাজ করাসহ তাড়িয়ে দিতেন। এভাবে শ্রমিকেরা সর্বস্বান্ত হয়। এক পর্যায়ে সরকারি আইন অমান্য করে ফরিদপুরের দুই শতাধিক নৌকা ধান বোঝাই করে খুলনা ত্যাগ করার ১০/১৫ মাইল আসার পর পুলিশ শ্রমিকদের ধাওয়া করে। পুলিশ ধান নামিয়ে নিয়ে শ্রমিকদেরকে তাড়িয়ে দেয়। এ খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু ১৯৪৯ সারের ২৮ জানুয়ারি খুলনায় এসে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে বৈঠক করলে ম্যাজিস্ট্রেট সরকারি সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। তবে তিনি বঙ্গবন্ধুকে আশ্বাস দেন যে তিনি বড়লাট খাঁজা নাজিম উদ্দিনকে টেলিফোনে বিষয়টি জানাবেন।

কর্ডন প্রথা বাতিলের পক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে বৈঠকের ঘটনাটি নিয়ে তদন্তাধীন গোয়েন্দা সংস্থা একটি প্রতিবেদন তৈরি করে যা নিম্নরূপঃ

WCR of DIB, Khulna with effect from 29.01.1949 in which it was mentioned among other political information that Sheikh Mujibur Rahman addressed in a gathering of Paddy reapers of Dhaka, Faridpur & Comilla at Khulna Municipal Park on 28.01.1949. He urged them to follow him up to DM'S Bungalow for realizing their demand to go home with Paddy as their wages of reaping. (WCR= Weekly Confidential Report, DM= District Magistrate.)

[সূত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সম্পাদিত Secret Documents of Intelligence Branch (IB) on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman 1948-50, Declassified Documents. Vol-1 Page No.88]

"সরকারি কর্মচারীদের জনগণের সাথে মিশে যেতে হবে। তারা জনগণের গোলাম, সেবক, ভাই। তারা জনগণের বাপ, জনগণের ছেলে, জনগণের সন্তান। তাদের এই মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে"।

-বঙ্গবন্ধু

ছেলেবেলায় ছেলে ধরার খপ্পরে

আয়শা সুলতানা
উপ-মহাব্যবস্থাপক

বয়স তখন আমার ৬/৭ বছর। আমার দাদা আমাকে আর আমার চাচা (আব্বার বৈমাত্রেয় ভাই) জোনায়েদকে একটা কাজ দিলেন। একটা ট্রাভেল ব্যাগ রিপেয়ার করে আনতে হবে। কাছেই একটা ব্যাগ সেলাইয়ের দোকান। বাসা থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। যদি হাতে হাতেই কাজটা করে নিয়ে আসতে পারি বড়জোড় সব মিলিয়ে পঁচিশ মিনিটের বেশি সময় লাগার কথা নয়। জোনায়েদ আমার থেকে সামান্য বড় বয়সে। একান্নবর্তী পরিবার আমাদের। দাদা-দাদী, ছোট দাদা-দাদী, চাচা-ফুপু ছাড়াও কয়েকজন আশ্রিত নিয়ে জমজমাট সংসার। মা কাকডাকা ভোরে উঠে রান্না-বান্না ও ঘরের কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকতেন যে আমাদের দুবোনের দিকে সেভাবে মনোযোগ দিতে পারতেন না। আমার ছোট ভাইবোন দুটো তখনও পৃথিবীতে মায়ের কোলে আসে নি। আমরা দুজন চাচা-ভাতিঝি বের হলাম ব্যাগ সেলাই করে আনার জন্য। তখন সকাল দশটা। যাবার সময় মাকে বলে যাওয়া হয় নি। খুলনা তালতলা রোড এলাকায় আমাদের বাড়ী। খুব ছোট পাড়া। রোডের এক মাথা সামছুর রহমান রোডে আর এক মাথা খানজাহান আলী রোডে মিশেছে। সামছুর রহমান রোডে নেমে ডানদিকে কিছুদূর যেয়ে দোকানটা। এখন সেখানে বহুতল বিল্ডিং উঠেছে। ব্যাগ সাথে সাথে সেলাই করে দিল না। পরে যেয়ে আনতে হবে। আমরা বাড়ীর দিকে ফিরে আসছি। তালতলায় ঢোকার মুখে এক লোক পথরোধ করল। চেহারা এতদিন পর স্মরণে নেই। এটুকু মনে আছে, পরনে শার্ট-লুঙ্গি, ছোটখাট আকৃতি এবং খুবই সাদামাটা। জোনায়েদের দিকে তাকিয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করল, বাবার নাম কি, বাসা কোথায়। সেও উত্তর দিল। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। কাছাকাছি বয়স দেখে হয়ত ভেবে নিয়েছিল ভাইবোন। বলল, তোমাদের বাবা আমার বন্ধু। তিনি আমার কাছে টাকা পান। একশ আশি টাকা। আমার বাড়ি চল। টাকা তোমাদের হাতে দেব। আমার বাড়ি অনেক আমগাছ আছে। তোমাদের বাড়ির জন্য আম দেব। পরিমাণটাও বলল- একশ চুয়াল্লিশ সের। এসো আমার সাথে, এই সামনেই আমার বাড়ি। ১৪৪ সের আম ঠিক কতটা, ঐ সময়ে ঐ বয়সে আমাদের পক্ষে ধারণা করা নিতান্তই কঠিন ছিল। মহা আনন্দে নাচতে নাচতে তার পিছনে চলা শুরু করলাম। লোকটা হাঁটছে সামনে, আমরা দুজন পেছনে। যেন হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার পিছনে দুই শিশু। পিকচার প্যালেস সিনেমা হলটার সামনে দিয়ে যখন ডাকবাংলোর মোড়ের দিকে এগুচ্ছি, জোনায়েদ জোরে বলে উঠল ঐ যে আমাদের দোকান। রাস্তা-ঘাট আমাদের দুই শিশুর কাছে অপরিচিত হলেও দূর থেকে নিজেদের বইয়ের দোকানটা চিনতে অসুবিধা হয় নি। আব্বা দাদার হাত ধরে দোকানে আসি প্রায়ই। লোকটা সাথে সাথেই সতর্ক হয়ে গেল। আমাদের সাথে নিয়ে দোকানের বিপরীত রাস্তায় ঢুকে চলা শুরু করল। এ রাস্তা ও রাস্তা দিয়ে আমাদের আনল নদী তীরে। নৌকা করে পার করল। অজানা অচেনা সবকিছু। জোনায়েদ কয়েকবার জিজ্ঞেস করল আর কতদূর! প্রতিবারই লোকটার উত্তর, এই তো সামনে। আবারও হাঁটা শুরু। এবার গ্রামের মেঠো পথ। দুই ধারে ফসলের মাঠ। অনেকটা দূরে দূরে কয়েকটা করে বসতভিটা। ঘণ্টা তিন বোধকরি এরমধ্যে পার হয়ে গেছে। শিশু দুটির পা আর চলছে না। খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। লোকটার বোধহয় একটু মায়া হল। রাস্তার পাশের একটা দোকান থেকে দুটো কলা (বিচি ভর্তি যে কলা) আর দুটো কাঠি-চকলেট কিনে আমাদের হাতে দিল। আহারে! আজও মনে পড়লে লোকটার জন্য মায়া হয়। এর বেশি কেনার মত সামর্থ হয়ত তার ছিল না। এদিকে আমি তো ঐ কলা খেতে পারি না। দিয়ে দিলাম লোকটাকে। সে খেল এবং আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করল কি করে এই কলা চিবিয়ে খেতে হয়। লোকটা যখন দোকান থেকে এগুলো কিনল, তখন আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল দোকান থেকে একটু দূরে। আবার হাঁটা শুরু। আষাঢ় মাস। বৃষ্টি শুরু হল মুষলধারে। আশে পাশে বাড়ি ঘর নেই। যতদূর চোখ যায় ফসলি মাঠ। কাছাকাছি বাড়ি ঘর থাকলেও লোকটা আমাদের নিয়ে বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সেখানে যেত না, এটা এখন বেশ বুঝি। ঐ বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটছি। পায়ে দুই ফিতার স্পঞ্জের স্যান্ডেল। পিচ্ছিল রাস্তা। এরই মধ্যে গায়ের জামা দুবার খুলে নিংড়ে আবার পড়েছি। বৃষ্টি থামছে না। অঝোরে ঝরছে। প্রকৃতিও হয়ত কষ্ট পাচ্ছে এই দুই শিশুর দুর্গতি দেখে। রাস্তার পাশে একটা খুপরি ঘর চোখে পড়ল। সেখানে তিন চারটা ছাগল খুঁটিতে বাধা। বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এর চেয়ে ভাল জায়গা এই মুহূর্তে নেই। লোকটা আমাদের নিয়ে খুপরির ছাউনির নীচে দাঁড়াল। চারপাশে ছাগলের মল ছড়ানো, গন্ধ, অন্ধকারাচ্ছন্ন। এইবার লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, "তোমার কানের দুলদুটো খুলে আমাকে দাও। সামনে যে রাস্তা দিয়ে যাব ওখানে ছেলেধরা আছে, তোমার কান ছিড়ে ওগুলো নিয়ে নেবে। "বিদ্যুৎ গতিতে দুহাত দিয়ে আমার কান স্পর্শ করলাম। এই প্রথম যেন একটা ভয়ের স্রোত আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিরশির করে নেমে গেল। কান চেপে ধরে বললাম,

"কান থেকে দুল খুললে আমার মা আমাকে মারবে।"

আমি এবার কাঁদতে শুরু করলাম। জোনায়েদ হতবাক হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে। লোকটা এক প্রকার জোর করে আমার কান থেকে দুল দুটো খুলে নিল। কথাও দিল ফিরিয়ে দেবে। বৃষ্টি একটু কমে এলো। আবারও হাঁটা শুরু। নদী পার হলাম। মনে পড়ে ছোট-বড় বেশ কয়েকটা নদী-খাল পার হয়েছিলাম। কখনও নৌকায়, কখনও ছোট খেয়ায়, কখনও বাঁশের সাঁকো দিয়ে। এবার যেখানে আমাদের নিয়ে এল, খুলনা সার্কিট হাউসের (বড় মাঠ নামে পরিচিত ছিল আমাদের কাছে, প্রায়ই বাদাম খেতে যেতাম দাদার সাথে) ডান দিকের রাস্তায়। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয় হয়। লোকটা বলল, "তোমরা সামনের মোড়টাতে যাও, ওখানে আমার বাড়ি। আমি আসছি।" কোথায় বাড়ি! আগের জায়গায় ফিরে আসলাম। লোকটাকে খোঁজ করলাম। আশেপাশে কোথাও পেলাম না। রাস্তার পাশের সিমেন্টের তৈরি বসার বেঞ্চটার উপর বসে দুই শিশু তখন হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছি। বাড়ির পথ চিনি না। এতক্ষণ তবু লোকটার পিছনে পিছনে হাঁটছিলাম। লোকজন জড়ো হতে শুরু করল আমাদের ঘিরে। হঠাৎ দেখি আমাদের দোকানের এক কর্মচারী সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের খুঁজতে খুঁজতে ঐ পথ ধরেই। এরই মধ্যে সারা শহরে আত্মীয় পরিচিতজন ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের খোঁজার জন্য।

সাইকেলে উঠলাম। সামনে আমি, পেছনে জোনায়েদ। তালতলা রোডে যখন ঢুকলাম, দেখি আব্বা মাইকে এনাউন্স এর ব্যবস্থা করার জন্য ছুটতে ছুটতে যাচ্ছেন। হাতে প্রশাসনের অনুমোদনের কাগজ। থানায় জানানো হয়েছে। বাড়িতে ঢুকলাম। বড় বাড়ি। এল প্যাটার্ন চওড়া বারান্দা। লোকে লোকারণ্য। পাড়ার প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন যে যেখান থেকে পেরেছে ছুটে এসেছে। মা আমার পাগলপ্রায়। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। এরই মধ্যে ভিড়ের পেছন থেকে আমার ছোটদাদী বলে উঠলেন, ওরে, তোর কানের দুল কইরে! আমার তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া। এবার বোধহয় দুঘা পড়বে পিঠে। চতুর্দিক থেকে অজস্র প্রশ্ন। কোনটা ছেড়ে কোনটার উত্তর দেব। মা আমাকে চিলের মত ছোঁ মেরে সোজা ঘরে নিয়ে গেলেন। গোসল করিয়ে জামা কাপড় পরিয়ে ভাত খাওয়াতে বসলেন। ট্যাংরা মাছ দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম মনে পড়ে। শুইয়ে দিলেন। সমস্ত শরীরে ব্যথা। দু পায়ের বুড়ো আঙুল ব্যথায় যেন ফেটে যাচ্ছে। জ্বর আসল ঐ রাতে।

আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। সুস্থ শরীরে মায়ের কোলে ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। বর্তমানে কত নির্মমতার ঘটনা ঘটছে চতুর্দিকে। আমাদের সাথেও ওরকম কিছু ঘটতে পারত। নদীতে ফেলে দিতে পারত। কানের দুল নেওয়ার পর নদীর এপার পর্যন্ত পার নাও করতে পারত। আরও অনেক মন্দ কিছু হতে পারত। লোকটার জন্য বড় করুণা হয় এতগুলো বছর পরে এসে। তার বিনিয়োগ ছিল দুটো বিচি কলা আর দুটো কাঠি-চকলেট। বিনিময়ে কতটা পথ সে হেঁটেছে, হাঁটিয়েছে দুই শিশুকে। আবার শহরে ঢুকিয়ে দিয়ে তার দায়িত্বও পালন করেছে। ক্ষমা করে দিয়েছি তাকে। আমি পরিশেষে, শরীর একটু সুস্থ হলে স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম। পথে-ঘাটে স্কুলে সমবয়সীরা এমনকি বড়রাও টিজ করতে ছাড়ল না। "কিরে, একশ চুয়াল্লিশ সের আম খাইছিস? কি করে আনলি রে? বস্তায় না ঠেলায়?" কতদিন যে এই টিটকারী হজম করতে হয়েছে আমাদের!

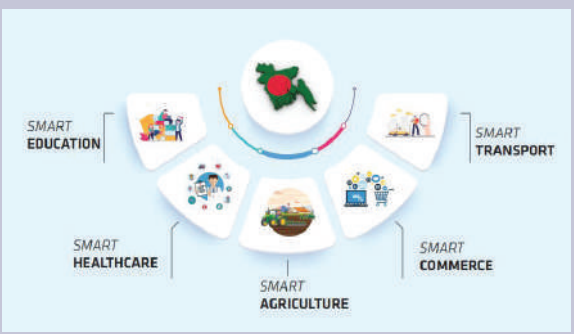

ডিজিটাল বাংলাদেশ দৃশ্যমান
লক্ষ্য এবার
স্মার্ট বাংলাদেশ
বিনির্মাণ

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের সম্ভাবনা

আহাম্মদ জুলকারনাইন সোহেল
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শক্তি সেই দেশের পুঁজিবাজারের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। পুঁজিবাজারের বিকাশ একটি দেশের অর্থনীতির বিকাশকেও ত্বরান্বিত করে। আমাদের দেশের পুঁজিবাজার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য উপযোগী শিল্প ও অবকাঠামোকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখে। এই ধরণের অর্থায়ন দেশের শিল্পায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়তা করে। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের ইতিহাসের শুরু সেই ১৯৫৪ সালে দি ইস্ট পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশন লিমিটেড এর রেজিস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে। ১৯৬৪ সালে "ইস্ট পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ" এর নাম পরিবর্তন করে "ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ" করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে ৯টি কোম্পানী নিয়ে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং কার্যক্রম শুরু হয়, এ সময় বাজার মূলধন ছিল ১৪৭ কোটি টাকা বর্তমানে যা ৭,৬২,৯০৭.৩০ কোটি টাকা। ১৯৭৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখে "দি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬" (১৯৭৬ সালের ৪০ নং অধ্যাদেশ) বলে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের অর্থনৈতিক নীতিমালায় কার্যকরী পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিনিয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ ও উৎসাহ প্রদান, পুঁজিবাজার উন্নয়ন, সঞ্চয় সংগ্রহ এবং প্রাসঙ্গিক সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের ম্যান্ডেট বা উদ্দেশ্য নিয়ে আইসিবির প্রতিষ্ঠা। পুঁজিবাজারকে সুসংহত ও সক্রিয় রাখতে বিশেষ করে সিকিউরিটিজ বাজার উন্নয়নে আইসিবির প্রতিষ্ঠা সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্বাধীনতার পর প্রথম প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে নানামুখী চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন হতে হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় মূলধনের ঘাটতি ছিল। এরূপ অবস্থায় আইসিবি সেতু ঋণসহ বৈচিত্র্যময় ঋণ/ইক্যুইটি পণ্যের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের মূলধন ঘাটতি পূরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। পরবর্তীতে আইসিবি কর্তৃক বিনিয়োগকৃত কোম্পানিসমূহের মধ্যে ৮০টি কোম্পানি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির অমিত সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ দিতে আমাদের পুঁজিবাজার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জন করেছে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন থেকে শুরু করে এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের যোগান। স্টক এক্সচেঞ্জ সঞ্চয়কারীদের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় ও উদ্যোক্তাদের মূলধন যোগানের মাঝে একটি সঞ্চালন লাইন হিসেবে কাজ করে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের ক্রমবিকাশমান শিল্পের উন্নয়নে পুঁজিবাজার দীর্ঘমেয়াদী মূলধন যোগানের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, যা বিগত দুই দশকে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র গত পাঁচ বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কোম্পানি পুঁজিবাজার থেকে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব (আইপিও) ও রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে প্রায় ২৫ (পঁচিশ) হাজার কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহ করেছে। এই অর্থ বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের জন্য প্রধানত পুঁজিবাজারের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের শিল্পায়নের অর্থায়নে এখনও পর্যন্ত ব্যাংকিং খাতের একক আধিপত্য রয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ দেশের আর্থিক খাতের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। বর্তমানে দেশের প্রধান বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা মাত্র ৩৫৪ টি, যেখানে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ অ্যান্ড ফার্মস (আরজেএসসি)-এ নিবন্ধিত কোম্পানির সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষাধিক। দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য কোম্পানি ও অন্যান্য উদ্যোক্তাদের পুঁজিবাজারের প্রতি আকৃষ্ট করতে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব অনুমোদনের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা ও সহজ করা হয়েছে এবং আইপিও এর সঠিক মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রচলিত আইনের সংস্কার করা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে তালিকাভুক্ত কোম্পানির কর্পোরেট কর হার ২২.৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ করা হয়েছে। এই সকল কার্যক্রম ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক মৌলভিত্তিক কোম্পানির তালিকাভুক্তি উৎসাহিত করবে, যা পুঁজিবাজারের গভীরতা বৃদ্ধিতে ও তারল্য সংকট দূর করতে ভূমিকা রাখবে। উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে দেশে বিপুল সংখ্যক স্বল্প মূলধনী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সম্ভাবনাময় এই প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অনেক কোম্পানির ব্যবসায়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হতে কোম্পানির ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ৩০ (ত্রিশ) কোটি টাকার বাধ্যবাধকতা ছিল। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন ২০১৬ সালে স্বল্প মূলধনী কোম্পানির পুঁজিবাজার থেকে অর্থায়ন সুবিধা ও তালিকাভুক্তির

উদ্দেশ্যে একটি পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করে। এই নীতিমালাকে আরও উদ্যোক্তাবান্ধব করতে ২০১৮ সালে এর সংশোধিত নীতিমালা প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এসএমই বা ছোট কোম্পানির পুঁজি আহরণের জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এর সহায়তায় একটি পৃথক প্লাটফর্ম (ডিএসএমইএক্স) চালু করেছে। একইভাবে স্টক এক্সচেঞ্জে পুঁজিবাজারে অতালিকাভুক্ত কোম্পানির সিকিউরিটিজ লেনদেন সুবিধার জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (অলটারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড) নীতিমালা, ২০১৯ গেজেট আকারে প্রকাশ করে। সম্প্রতি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ-এ বিকল্প লেনদেন ব্যবস্থা বা অলটারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড (এটিবি) চালু করা হয়। পুঁজিবাজারের বহির্ভূত যেকোনো কোম্পানি এটিবিতে সরাসরি তালিকাভুক্ত হয়ে শেয়ার লেনদেন করতে পারবে। অলটারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড (এটিবি)-এ বে-মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ডও লেনদেন করা সম্ভব হচ্ছে। পুঁজিবাজার যেমন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের কেন্দ্রস্থল, তেমনি সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের বিনিয়োগস্থল হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বর্তমান পুঁজিবাজার মূলতঃ ইক্যুইটি নির্ভর, তাই বাজারের গভীরতা ও প্রশস্ততা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নত দেশের বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রোডাক্ট ও সেবা চালু করতে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নিয়ে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কাজ করে যাচ্ছে যা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ ঝুঁকি ও পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিএসইসি কর্তৃক দেশের দুই পুঁজিবাজার ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সরকারি ২৫০টি ট্রেজারি বিল ও বন্ডের লেনদেন চালু করা হয়েছে। ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ডে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সব শ্রেণির বিনিয়োগকারীকে কেনাবেচার সুযোগ দেয়া হয়েছে। ট্রেজারি বিল ও বন্ডের লেনদেন শুরু হওয়ায় দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ডিএসইর বাজার মূলধনে আরও ১ লাখ ৭৫ হাজার কোটি টাকা যোগ হয়েছে যা পুঁজি বাজার উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বিএসইসি কর্তৃক পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও তারল্য সংকট দূর করতে শেয়ারবাজারের তালিকাভুক্ত বিভিন্ন কোম্পানি ও মিউচুয়্যাল ফান্ডের অবিতরণকৃত প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার অবণ্টিত/অ-দাবিকৃত লভ্যাংশ এবং বোনাস/রাইট শেয়ার নিয়ে 'ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড' গঠন করা হয়। ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্যাবিলাইজেশন ফান্ড (সিএমএসএফ) এবং আইএএমসিএল এর উদ্যোগে আইসিবির সহায়তায় ১০০ কোটি টাকার একটি মেয়াদি ''আইসিবি এএমসিএল সিএমএসএফ গোল্ডেন জুবিলী মিউচ্যুয়াল ফান্ড'' বাজারজাত করা হয়। এছাড়া, ইসলামিক প্রোডাক্ট যেমন সুকুক এবং খাতভিত্তিক সুকুক চালুর জন্য ডিএসই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩০ বিলিয়ন টাকার বেক্সিমকো 'গ্রিন-সুকুক আল ইসতিসনা' দেশের প্রথম কর্পোরেট অ্যাসেট-ব্যাক্ড গ্রীন সুকুক বাজারজাত করা হয়েছে। এছাড়াও, বাজারে ডেরিভেটিভস ইন্সট্রুমেন্ট প্রবর্তনের লক্ষ্যে বিএসইসি একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ) চালুর জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন একটি নীতিমালা প্রণয়ন করছে এবং দুইটি এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড (ইটিএফ) কে লিস্টিং এর জন্য অনুমোদন প্রদান করেছে। শীঘ্রই এ সকল নতুন পণ্য ও সেবা সংযোজনের মাধ্যমে বাজারে বৈচিত্র্য আসবে। বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে পণ্যের বৈচিত্র্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করবে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের জিডিপি ছিল মাত্র ৬.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের শুরুতে দেশের জিডিপি ছিল ৯১.৬৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশকে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের অবসান ঘটিয়ে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ, সরকার কর্তৃক গৃহীত রোডম্যাপ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত জাতিতে সমাসীন এবং 'ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' অনুযায়ী একটি সমৃদ্ধ ও জলবায়ু-সহিষ্ণু দেশে রূপান্তরকরণসহ দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে (২০৪১ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় প্রায় ১৮০০০ মার্কিন ডলার-এ উন্নীতকরণ)। এর ফলস্বরূপ ২০২২ সালে বাংলাদেশের জিডিপি দাঁড়িয়েছে ৪৬০.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির বাজার মূলধন জিডিপির প্রায় ১৯.২০ শতাংশ, যা আমাদের মতো অর্থনীতির দেশ ও উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। আমরা বিশ্বাস করি যে, একটি শক্তিশালী এবং প্রাণবন্ত পুঁজিবাজার জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্য অর্জনে নেতৃত্ব দেবে। সে কারণে জিডিপিতে পুঁজিবাজারের অবদান আরো বৃদ্ধির নিমিত্ত পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাজার মূলধন বৃদ্ধির জন্য সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে, তা বাস্তবায়নের জন্য উন্নত বিশ্বের মতো আমাদের পুঁজিবাজারও হতে পারে অর্থায়নের একটি বড় উৎস। সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে অর্থায়নের ঘাটতি মোকাবেলায় সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বেসরকারি কোম্পানির মূলধন সরবরাহের পাশাপাশি সরকারি খাতের বিদ্যুৎ ও অবকাঠামোসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজে (যেমন- পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, বিদ্যুৎ কেন্দ্র) বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে পুঁজিবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে দেশি-বিদেশি ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে যা দেশের অর্থনীতির চলমান উন্নয়নের ধারাকে আরো ত্বরান্বিত করবে। একটি সমৃদ্ধ ও জলবায়ু-সহিষ্ণু দেশে রূপান্তরকরণসহ দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের পাশাপাশি পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানি ও বাজার মূলধন বৃদ্ধির পদক্ষেপের ফলে পুঁজিবাজারে লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধিসহ সূচক বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

জিপিএ ফাইভ নয় তোমার ভেতরের আলোই মানচিত্রের জন্য ভালো

আয়শা সিদ্দিকা
প্রিন্সিপাল অফিসার

সেদিন আমারও এস এস সি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে। আমার বন্ধুর বাড়িতে গেলাম একসাথে রেজাল্ট আনতে যাবো বলে। দেখি ও হাফ প্যান্ট, তার ওপর লুঙ্গি তার ওপর স্কুলের ফুল প্যান্ট পড়েছে। আমরা বন্ধুরা তো হেসেই মরি; বললাম একি সাইফুল, তুই এমন করছিস কেন? বললো রেজাল্ট খারাপ হলে বাড়ি থেকে পালাবো, সাথে কাপড় চোপড় সাপোর্ট রাখছি। আমরা সেদিন সকলেই প্রায় ফার্স্ট ডিভিশন পেলেও সাইফুল ফেল করেনি সেকেন্ড ডিভিশনে সেদিনের পালানো থেকে নিজেকে মুক্তি দিয়ে আজ কাস্টমস অফিসার।

(বৃন্দা) ছদ্ম নাম। মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা প্রধান শিক্ষক। মা সহকারী শিক্ষিকা। ভোলার নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম নিলেও মা-বাবার একমাত্র স্বপ্ন ছিলো বৃন্দা এসএসসিতে খুব ভালো করবে। কারণ পড়ালেখা ছাড়া তারা সন্তানকে আর কিছুই করতে দেননি। তাদের তিনজনের সবুজ বাগিচায় যেন ছিল নানা রঙ-বেরঙের স্বপ্ন প্রজাপতির আনাগোনা। মেয়ে বড় হয়ে ডাক্তার হবেই। কিন্তু হঠাৎ বৃন্দার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষা ফেলের কালবৈশাখীর ঝড় যেন লন্ডভন্ড করে দিলো তার ভবিষ্যতের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা। জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনার সূর্য যেন ঢাকা পড়ল হতাশার কালো মেঘে। ফিকে হয়ে গেল জীবনের সব রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধের আকর্ষণ। নিজের এই জীবনসঙ্কটে সবচেয়ে আপনজন মা-বাবার ভর্ৎসনা, প্রধান শিক্ষকের মেয়ে কি করে ফেল করে, কি করে সে স্কুলে মুখ দেখাবে। এমনি সব কথায় তার মনে হতে থাকলো এই জীবনের প্রয়োজন কি আর? তারপর চিরতরে মানব সম্ভাবনা নামক বৃক্ষ থেকে চ্যুত হলো এক বৃন্দা নামের সবুজ সম্ভাবনার।

বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা যেমন- জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি কিংবা সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর পূর্বোক্ত ঘটনার মতো এক বা একাধিক ঘটনা আমাদের দেশে বিরল নয়। গত বছরে এখন পর্যন্ত পাওয়া রিপোর্ট মোতাবেক এসএসসি পরীক্ষায় ফেল বা আশানুরূপ ফল না করতে পারায় আত্মহননে মৃতের সংখ্যা প্রায় ২০ জন। আর আত্মহননের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে প্রায় এর দ্বিগুণ। যদিও অরিপোর্টকৃতভাবে এ সংখ্যা হবে প্রায় প্রকৃত সংখ্যার আরো কয়েক গুণ বেশি। অকৃতকার্য হলে জীবন থেকে ছুটি নিতে হবে, কেন এই চরম সিদ্ধান্ত?

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে আজ সোমবার (২৮ নভেম্বর)। এদিন দুপুর ১২টায় পরীক্ষার ফল একযোগে স্ব স্ব কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে সব কেন্দ্রসচিব ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের পাঠানো এক চিঠিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে। করোনা ও বন্যার কারণে দীর্ঘদিন আটকে থাকার পর চলতি বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়েছিলো। সাধারণত পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হয়। এ বছর ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী ছিলো ২০ লাখের বেশি। ৩ হাজার ৭৯০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে শুধু সাধারণ শিক্ষা বোর্ডগুলোর অধীনে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলো প্রায় ১৬ লাখ।

পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসিসহ একেকটি পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরই বাড়ছে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার ঘটনা। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা বলছেন, শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই জিপিএ ফাইভ ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় তৈরি হচ্ছে পারিবারিক ও সামাজিক চাপ। আর শিক্ষাবিদদের মতে, ফল নিয়ে অতিরিক্ত হইচই এবং জ্ঞানার্জনকে চরম প্রতিযোগিতামূলক করে তোলায় হতাশা বাড়ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও এদেশে তা নিয়ে চলে ভীষণ রকমের মাতামাতি। গণমাধ্যমে ভালো ফল অর্জনকারীদের ওপর বেশি বেশি আলো ফেলার কারণে ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে অন্যদের জগত। গত বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ মহা ধুমধামে প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ফেসবুক সয়লাব হয়ে যায় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের সন্তান, নাতি-পুতিদের সাফল্য গাথায়। অনলাইন সংবাদ ব্রেকিং নিউজ দিতে থাকে 'দেশজুড়ে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস'। এই 'উচ্ছ্বাস' আনন্দকে ম্লান করে দেয় শিশু শিক্ষার্থীর এসব আত্মহত্যা।

প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর ডজন ডজন ছেলেমেয়ের আত্মহননের খবর কি আমাদের একটুও উদ্বেলিত করে না? অভিভাবক-শিক্ষকদের দেওয়া চাপের কি ভূমিকা নেই শিশুদের ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিষ খাওয়া বা গলায় দড়ি দেওয়ার পেছনে। পাস করেও শিশুরা আত্মহত্যা করছে সর্বোচ্চ গ্রেড না পাওয়ার জন্য।

শিশুদের আত্মহত্যা থেকে রক্ষার কোনো উপায় কী নেই? বড়দের সংযত আচরণ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পারদটা চড়তে না দিলে শিশুরা বেঁচে যায়। সব অভিভাবক চাইছেন তার কবজায় থাকা শিক্ষার্থীরা থাকুক সবার ওপরে।

পত্রিকায় নিদেনপক্ষে ফেসবুকে মুখরক্ষার মতো এই রেজাল্ট হওয়া চাই। না হলে মুখ উজ্জ্বল করে বুক চিতিয়ে চলবে কীভাবে।

এসব চাওয়ার বলি হচ্ছে তরতাজা শিশুরা। যেখানে মা-বাবা সন্তানের পরীক্ষার ফলকে সামাজিক সম্মান রক্ষার হাতিয়ার বলে মনে করেন, সেখানে অসহায় শিশুদের বাঁচানোর রাস্তা খুবই চাপা, সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ পথের সমাধানের আলো দেখাতে পারেন অভিভাবক, শিক্ষকগণ ও রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, যে শিক্ষার্থীরা পাস করে উল্লাস করে সেই আনন্দটা ফেল করা শিক্ষার্থীদের ওপর মারাত্মক চাপের সৃষ্টি করে। পাস কিংবা ফেল নিয়ে এগুলো বেশি না ভাবাই শ্রেয় বলে মনে করেন তিনি। তার মতে, বর্তমানে শিক্ষা পরিণত হয়েছে প্রতিযোগিতার বস্তুতে। এর জন্য দায়ী স্কুল পর্যায়ে অতিরিক্ত জাতীয় পরীক্ষা ও জিপিএ ফাইভের সহজলভ্যতা। তাই কেবল ব্যক্তির উদ্যোগেই আত্মহত্যার প্রবণতা থামবে না। প্রতিযোগীপরায়ণ ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বসবাস বদলাতে হবে।

পরীক্ষায় ফেল কিংবা পড়ালেখার অত্যধিক চাপজনিত কারণে আত্মহননের প্রধান কারণ হিসেবে বলতে গেলে প্রথমেই আসে আমাদের নীরস ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষাব্যবস্থা কিংবা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্ক আমাদের পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য যখন 'নিজেকে জানো' এই দৃষ্টিভঙ্গির না হয়ে যখন তা বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় জিপিএ ফাইভ বা গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পাওয়াই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিংবা শিক্ষার ফল যখন একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার পরিবর্তে যখন তা কেবল ভবিষ্যতে ভালো চাকরি আর ভোগ চরিতার্থ করার অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

অভিভাবকরা বুঝতে চাইছে না যে, আমার সন্তান আমি নই, আমার সন্তানের রয়েছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। তাদের ভালো রেজাল্ট ও ভালো চাকুরির প্রত্যাশায় তাদের লেখাপড়া জীবন ঘনিষ্ঠ না হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জীবনের অন্যান্য বোধ থেকে। শিক্ষার্থীদের জীবনে সামান্য ব্যর্থতায় নেমে আসে রাজ্যের হতাশা। লুপ্ত হয় তাদের সঙ্কটময় মুহূর্তে স্থির থাকার ক্ষমতা। হারিয়ে ফেলে নিজের ভেতরে জ্বলে ওঠা স্বকীয় আলো।

সামান্য ব্যর্থতাতেই অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্যান্য স্বজন তাদের প্রতি সহযোগিতা ও দরদপূর্ণ আচরণ না করে হয়ে পড়ে রূঢ় ও কঠোর। থাকেনা মুক্ত বাতাসের মতো শীতল পরশ আদরের সন্তানের প্রতি। তুলনা ও বিদ্রুপের বাক্যবাণে জর্জরিত করি তাদের কচি হৃদয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের একাত্মতার টান যেন আজ পরীক্ষা ও ভালো ফলের দুষ্ট প্রতিযোগিতার দোষে দূষিত।

উন্নয়নমুখী বিকাশের পথে ছুটতে থাকা একটা সমাজের জন্য এ সব ঘটনাও হয়তো অবশ্যম্ভাবী। এর প্রতিক্রিয়ায় কী কী ঘটতে পারে, সমাজবিজ্ঞানীরা তার আভাস দিয়েই রেখেছেন। তাই সেগুলো ঠেকানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই সমাধান।

উৎসাহ আর উদ্যম হতে পারে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের মূল চালিকাশক্তি। জীবন মানে শুধু পড়ালেখাই নয়, এর চেয়েও অনেক বেশি। তাই পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা, লেখালেখি, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সমাজসেবা প্রভৃতির প্রতি শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে তুলতে হবে। তাহলে প্রতিটি শিক্ষার্থী পেতে পারে গুণগত ভেদে ভিন্ন মন, ভিন্ন ঝোঁক, ভিন্ন পথে উত্তরোত্তর উন্নতি।

দেশের অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু ভালো ফলাফলের ওপর নির্ভর ভালো চাকুরে তৈরির মাধ্যম হিসেবে না রেখে একে আরো কিভাবে সরস ও জীবনমুখী করা যায় সে ব্যাপারে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

সমাজের, রাষ্ট্রের দায়টা এখানেই। একটা উদ্যোগ শুরু করতে হবে এক্ষুণি। শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা দান পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রণয়নকারী শিক্ষকরা তাদের পেশাকে চাকুরী হিসেবে না নিয়ে যদি আনন্দদায়ক জীবনমুখী শিক্ষা দান করেন এবং সেই সাথে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার সম্প্রসারণ।

এছাড়া, স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মনোস্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজন কাউন্সিলর, সাইকোলজিস্ট কিংবা মনোচিকিৎসকের। কেননা সরকারের বর্তমান স্বাস্থ্য এজেন্ডা মোতাবেক মনোস্বাস্থ্যও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্তর্গত, যার মূলনীতি সবার জন্য সুস্বাস্থ্য।

অথচ মনোচিকিৎসার উন্নয়ন ও গবেষণায় আমাদের স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের মাত্র ০.৪৪ শতাংশ ব্যয় করা হয়। সারা বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ মনোচিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র ২৩০ জন। যদিও এই জনবল দ্বারা সমগ্র দেশের মাত্র ১০ শতাংশ লোকের সঠিক মনোচিকিৎসা দেয়া সম্ভব।

তাই মনোচিকিৎসার উন্নয়নে সরকারকে চিকিৎসা শিক্ষাবিদ বিশেষত মনোচিকিৎসা শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে মনোচিকিৎসার উন্নয়নে আরো নতুন নতুন পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অভিভাবকদের মনোস্বাস্থ্য ও মনোরোগ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে থেকে থেকে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সঙ্কটময় মুহূর্তে বিশেষত যখন আত্মহত্যার ঝুঁকি বেশি থাকে তখন প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য সব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বিশেষত মনোচিকিৎসা প্রদানকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বা ইউনিট কিংবা ক্রাইসিস সেন্টারে টেলিফোন হটলাইনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

রাষ্ট্রকে কোমলমতি এই শিশু, কিশোর, তরুণ শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে ভূমিকা রাখার বিভিন্ন উপাদান যেমন, পার্ক, খেলার মাঠ, থিয়েটার, পাবলিক লাইব্রেরি ইত্যাদির সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

সবাই যার যার স্থলে সক্রিয় হলেই একটি সবুজের আত্মহনন, একটি সম্ভাবনার সমাপ্তি তবে ঘটতে পারে এবং প্রতিযোগিতার জোয়ারে না ভেসে শিক্ষার্থীরা তার নিজের ভেতরের আলো দিয়েই একটি মানচিত্রকে সুন্দর ও উন্নয়নমুখী করে তুলতে পারে।

স্বাধীনতার মানে

হাসিন মোয়াজ্জেম
সিনিয়র অফিসার

পাখির কাছে প্রশ্ন করি
স্বাধীনতার মানে কী
মুক্ত জীবন কাকে বলে...
পাখি সমাজ জানে কি?

বলল পাখি, 'উড়তে পারি
আপন মনে, খেয়ালে
আটকে থাকার কী প্রয়োজন
গৃহের ক'টি দেয়ালে'?

স্বাধীনতার সহজ মানে
পাখির কাছে জেনেছি
একাত্তরে যুদ্ধ করে
মুক্ত স্বদেশ এনেছি।

বিজয় চির অম্লান

মির্জা মোহাম্মদ ওমর ফারুক
সিনিয়র অফিসার

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর,
গর্বে বুকটা ফোলে।
এনেছিলে বিজয় যাঁরা,
যাইনি তোমাদের ভুলে।

তোমরা জাতির বীর সন্তান,
বাংলাদেশের অহংকার।
নির্ভয়ে দিয়ে গেছো প্রাণ,
হয়েছো চির মহান।

হটিয়ে দিয়ে হায়েনাদের,
শির করেছো চির উন্নত।
মুক্ত করেছো আমাদের,
লাল-সবুজ পতাকা সমুন্নত।

তোমাদের এই অমূল্য ঋণ,
শুধিবে এমন সাধ্য কার।
হৃদয়ে রয়ে যাবে চির অম্লান,
তোমরা বাঙালির অহংকার।

মেঘ ভাসে

মোহাম্মদ আলী আজীম খান
ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর

মেঘ ভাসে
মেঘের দেশে
উড়ে বেড়ায়
হেসে হেসে
যেথা খুশি
সেথা যায়
মাঝে মাঝে
থমকে দাঁড়ায়।

নীল আকাশে
সাদা মেঘ
বাতাসে পায়
ভালো বেগ
দিয়ে আড়ি
দিচ্ছে পাড়ি
অসীম পথ
ভুলে মত।

কোথা থেকে
কোথা যায়
প্রশ্ন শত
এই মাথায়
কেমনে ভাসে
ঐ আকাশে
কে সে মহান
আল্লাহ সুবহান।

সংশয়

মোঃ শামীম উদ্দিন
ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর

সবকিছু কেমন উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে!
তোমার ঘ্রাণ ছুঁতে নাকের স্নায়ু দুর্বল,
ক্রমে ক্রমে ক্ষয়ে যাচ্ছে পাথর দুটি-
যেখানে হিমেল হাওয়া আর নদীর জল
দেখে স্বপ্নের বসবাস ছিলো প্রতিটি বিকেল।
কাশ বনের দোল আর তোমার হাসির টোল
আমাকে বেঁধেছে মাধবি লতার মতো লালে;
বৈশাখের প্রহরে, পড়ন্ত বিকেলে কিংবা সন্ধ্যায়-
ঝাপটা ঝড়ে দু'জনে দুলেছি প্রেমের দোলে।
প্রতিটি ধাপে ধাপে চার চরণের স্বপ্ন দেখা পথে
দেখেছিলো মেহগনি বন আর ঝরাপাতা ফুলে,
তোমার হাসি আর আমার সুখ মেখেছিলো-
কলমিলতার ঢেউ আর দূরের ডিঙ্গি ঘাটে।
কিন্তু; সবকিছু কেমন যেন উল্টো দিকে যাচ্ছে!

ncr National Credit Ratings Ltd.

Ref: NCRL/R(K)/2022/5448
Date: December 14, 2022

Managing Director
Investment Corporation of Bangladesh
BDBL Bhaban (Level 14-21),
8 Rajuk Avenue, Dhaka-1000.

Sub: Credit Rating Report on "Investment Corporation of Bangladesh".

Dear Sir,

NCR is pleased to forward you the credit rating report on **"Investment Corporation of Bangladesh".** The Rating Committee, at its meeting held on **12.12.2022**, has approved the following ratings:

Declaration Date	Nature of Rating	Rating			Validity
		Long Term	Short Term	Outlook	
12.12.2022	Initial	AAA (Triple A)	ST-1	Stable	11.12.2023

Sincerely yours,

Md. Nurul Hoque
(Deputy Managing Director)

Enclosure:

1. Credit Rating Report
2. Invoice

Zaman Tower (8th Floor), 37/2, Box Culvert Road, Purana Paltan, Dhaka-1000
Tel: 8802-47120156, 47120157, 47120158, Website: www.ncrbd.com
E-mail: info@ncrbd.com, ncrlbd10@yahoo.com

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট

  আইসিবি এএমসিএল কর্তৃক পরিচালিত সকল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং একুয়িজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ারে বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টিডিআর;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড অন্ট্রাপ্র্যানারশীপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি (এএমসিএল) কর্তৃক পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মুল্য ঃ

ইউনিট ফান্ডের নাম	ফান্ডের রেজিস্ট্রেশন তারিখ	কার্যকর হওয়ার তারিখ	ইউনিট প্রতি বিক্রয় মূল্য (টাকায়)	ইউনিট প্রতি পুনঃক্রয় মূল্য (টাকায়)
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল ১৯৮১	১৬ এপ্রিল ২০২৩	-	২৭২.০০
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	০৩ জুন ২০০৩	২৬ মার্চ ২০২৩	২১২.০০	২০৯.০০
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস ইউনিট ফান্ড	১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৪	২৬ মার্চ ২০২৩	২১১.০০	২০৮.০০
বাংলাদেশ ফান্ড	০৪ মে ২০১১	০৯ অক্টোবর ২০২২	৯৯.০০	৯৬.০০
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১০.৪০	১০.১০
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	৩০ জুলাই ২০১৫	০৯ অক্টোবর ২০২২	৯.৬০	৯.৩০
১ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০২ মার্চ ২০১৬	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১০.১০	৯.৮০
২য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৩ এপ্রিল ২০১৬	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১১.৭০	১১.৪০
৩য় আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৭ এপ্রিল ২০১৬	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১১.১০	১০.৮০
৪র্থ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	২৭ এপ্রিল ২০১৬	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১০.৪০	১০.১০
৫ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মার্চ ২০১৭	২৬ মার্চ ২০২৩	১০.৫০	১০.২০
৬ষ্ঠ আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৯ আগস্ট ২০১৬	০৯ এপ্রিল ২০২৩	১০.৮০	১০.৫০
৭ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	০৭ নভেম্বর ২০১৬	০৯ এপ্রিল ২০২৩	১১.৪০	১১.১০
৮ম আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১৫ মার্চ ২০১৭	২৬ মার্চ ২০২৩	১০.৪০	১০.১০
আইসিবি এএমমসিএল ২য় এনআরবি ইউনিট ফান্ড	২৪ ডিসেম্বর ২০১৮	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	১০.৩০	১০.০০
আইসিবি এএমসিএল শতবর্ষ ইউনিট ফান্ড	১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১	০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৯.৮০	৯.৫০

**১ জুলাই ২০০২ তারিখ হতে ''এএমসিএল'' এর কার্যক্রম শুরু হওয়ায় আইসিবি ইউনিট ফান্ডের সার্টিফিকেট বিক্রয় কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।*

জনগণ চাইলে তথ্য কর্তৃপক্ষ দিতে বাধ্য...

তথ্য সবার অধিকার
থাকবে না কেউ পেছনে আর...

www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সংখ্যা ২৮ | পৌষ ১৪২৯ ডিসেম্বর ২০২২ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি: (আইএএমসিএল) এর বে-মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সমূহে রয়েছে লভ্যাংশ, সিআইপি ও এসআইপি সুবিধাসহ দীর্ঘ মেয়াদি বিনিয়োগের বিভিন্ন স্কীম।

- আইসিবি ইউনিট সার্টিফিকেট ও আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত ইউনিট সার্টিফিকেটসমূহ লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়
- আইসিবি ডিবেঞ্চার ও বন্ড ইস্যুতে অর্থায়ন করে
- ট্রাস্টি ও কাস্টডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন

পুঁজিবাজার ঝুঁকিপূর্ণ
জেনে ও বুঝে বিনিয়োগ করুন

দৃষ্টি আকর্ষণ:

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। শেয়ারমালিক, অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোনো অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

জনাব আব্দুলাহ আল মামুন
GRS ফোকাল পয়েন্ট ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
ও পেনশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট (যৌথ দায়িত্ব)
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪),
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: agm_discipline_ad@icb.gov.bd
ফোন: ৪১০৫০৬১৬
০৯৬৬৬৭৭৭৭৮ Ext. ১৪২০

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী আইসিবি প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:
নাম : জনাব মোঃ শরিকুল আনাম
পদবী : উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৮৮-০২-৯৫৬১৫৩৯, মোবা: ০১৮৭৭-৭৫৪২৪৬
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৬৩৩১৩
ই-মেইল : dgm_trustee@icb.gov.bd

বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:
নাম : জনাব তোরাব আহম্মদ খান চৌধুরী
পদবী : সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১৪৮৯৪, মোবা: ০১৭১৪-১১২২০৯
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৬৩৩১৩
ই-মেইল : agm_law@icb.gov.bd

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH
8 Rajuk Avenue, BDBL Bhaban, (Level 14-17) Dhaka-1000, Bangladesh.
phone: PABX 9563455, Fax: 88-02-9563313, E-mail: icb@agni.com
www.icb.gov.bd